চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার মশলা
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 5 April, 2020 ■ আগরতলা, ৫ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ২২ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিজামউদ্দিন ফেরত রাজ্যের চিহ্নিত পঞ্চাশ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ

আগরতলায় আশ্রিত মুম্বাইয়ের ১০ জন সহ ১৬ জন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারী ৫০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছে এবং নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাছাড়া, বিকানিরে চিকিৎসাধীন ত্রিপুরার দুই করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। ত্রিপুরায় তাদের পরিবারের সদস্যদেরও নজরদারিতে রাখা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব ড় দেবাশিস বসু।

দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। তবে, নিশ্চিন্তের বিষয় হল, এখনও কাউকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত পাওয়া যায়নি। পর্যায়ক্রমে এখন পর্যন্ত ৫০ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁরা সরাসরি দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ করেছেন। আজ ড় দেবাশিস বসু জানিয়েছেন, নিজামউদ্দিন ফেরতদের খুঁজে বের করা হচ্ছে। ওই প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। তাতে সফলতাও মিলেছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৫০ জনকে খুঁজে বের করা হয়েছে। আরও খোঁজ চলছে। তাঁর কথায়, মানুষ নিজে থেকে ধরা দিতে চাইছেন না। তবে, ত্রিপুরাবাসীর এটি সচেতনতার জন্য অনেককেই আমরা খুঁজে বের করতে পারছি। তিনি বলেন, বাইরে থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন এবং করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত স্থান সফর করেছেন, এমন তথ্য জানা মাত্রই স্থানীয় জনগণ বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনছেন।

নিজামউদ্দিন ফেরত ত্রিপুরার ১৬ জন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। ছবি নিজস্ব।

এদিন তিনি জানান, দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারী ত্রিপুরার দুই নাগরিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে বিকানিরে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল বলে রাজস্থান সরকার জানিয়েছে। তিনি বলেন, ওই দুজন বাদে তাদের সাথে অন্যরা করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনও রিপোর্ট এখনও আসেনি। এতে ধারণা করা হচ্ছে, বাকি ৯ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হননি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু বেড়ে ৯৪

করোনা ঃ বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী

তাবলিগ জামাতে অংশগ্রহণকারী ১০২৩ আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি. স.)।। করোনা পরিস্থিতিতে নিয়ে বিরোধী দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হবে বলে জানিয়েছেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী।

৮ এপ্রিল সকাল ১১ টার সময় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল রাজনৈতিক দলগুলির উভয় কক্ষে ন্যূনতম পাঁচ জন সদস্য রয়েছে সেই সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী ।মূলত করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতিতে দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার কথা বৈঠকে হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে উদ্যোগপতি, সমাজসেবী, ক্রীড়াবিদ, ওষুধ কোম্পানির কর্তা দের সঙ্গে ভিডিও কনফারান্সিং এর মাধ্যমে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

করোনা রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসকদের কাছে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরঞ্জাম থাকে সেই দিকে গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার করোনা মোকাবিলায় গঠিত এমপাওয়ার্ড কমিটির বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেন, মাস্ক, দস্তানা, ভেন্টিলেটর, পিপিই সমস্ত কিছু চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় সেই দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা পরিস্থিতির তত্বাবধান করতে বিশেষ এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের পরিকাঠামো, আইসলেশন ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করেন। কি করে পরীক্ষার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যায় সেই দিকটি তত্ত্বাবধান করেন তিনি।

লকডাউন চলছে। এর মধ্যেও দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৩৫০১ জন। শুধুমাত্র বিগত ১২ ঘন্টাতেই আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৫ জন। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল ন’টা পর্যন্ত ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫০১ জন। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯১। তবে আশার কথা, এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৬৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৯৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে একজনের মৃত্যু হয়েছে, বিহারে একজনের, দিল্লিতে ৬ জনের, গুজরাটে ৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে দু’’জনের, কর্ণাটকে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে দু’’জন, মধ্যপ্রদেশে ৬ জন, মহারাষ্ট্রে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, পঞ্জাবে ৫ জন, তামিলনাড়ুতে একজন, তেলেঙ্গানায় ৭ জন, উত্তর প্রদেশে দু’’জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

সর্বাধিক আক্রান্ত মহারাষ্ট্রে, তারপরই কেরল। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ৪২৩, কেরলে ২৯৫, কর্ণাটকে সংক্রমিত ১২৮ জন। অন্ধ্রপ্রদেশে ১৬১ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১০ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ২৪ জন, বিহারে ২৯ জন, চন্ডীগড়ে ১৮ জন, দিল্লিতে ৩৮৬, গোয়ায় ৬ জন, গুজরাটে ৯৫ জন, হরিয়ানায় ৪৯ জন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন চলাকালীন সমস্ত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে মানতে হবে, নির্দেশ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দিয়েছে, লকডাউন চলাকালীন সময়ে নির্দেশিত সমস্ত নিয়মনীতি সম্পূর্ণরূপে পালন করতে হবে। এতে আরও বলা হয়েছে, বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর ৫১-৬০ ধারা এবং আইপিসি-র ১৮৮ ধারায় নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এক প্রেস বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিপর্যয় মোকাবিলা আইন ২০০৫-এর আওতায় যে সব কারণে শাস্তি হতে পারে তা হচ্ছে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনও কর্মচারী বা আধিকারিক বা কেন্দ্রীয় / রাজ্য কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত কোনও কর্মীকে এই আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনে বাধা দিলে বা কেন্দ্র / রাজ্য সরকারের নির্দেশ, এই আইনের আওতাধীন জাতীয় / রাজ্য কার্যকরী কমিটি বা জেলা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করলে নিয়ম / নির্দেশ অমান্যকারীর এক বছরের জেল বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। তবে যদি এ রকম নির্দেশ না মানার ফলে কোনও প্রাণহানি ঘটে তা হলে প্রমাণ সাপেক্ষে দু’বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্র / রাজ্য সরকার, জাতীয়, রাজ্য বা জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও প্রকার ত্রাণ, মেরামত ইত্যাদি সহায়তা লাভের জন্য স্বজ্ঞানে মিথ্যা দাবি করলে দু বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে, বিপর্যয় পরিস্থিতিতে ত্রাণের জন্য প্রদত্ত টাকা বা জিনিসপত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করলে বা অন্য কাউকে ব্যবহার করতে বাধ্য করলে প্রমাণ সাপেক্ষে দু-বছর পর্যন্ত জেল ও জরিমানা হতে পারে। তাছাড়া বিপর্যয় সম্পর্কিত মিথ্যা প্রচার করলে, যা জনগণের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে প্রমাণিত হলে এক বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। এই আইনের আওতায় যদি সরকারি দফতর কোনও অপরাধ করে থাকে তা হলে দফতরের কর্তাকে অপরাধী মেনে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির প্রক্রিয়া চলবে যদি না-তিনি প্রমাণ করেন যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধ তাঁর অবগতির বাইরে ছিল বা তিনি সেই অপরাধ ঠেকাতে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করেছেন।

এ রকম পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য দায়ী আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাছাড়া যদি কোনও আধিকারিক এই আইনের আওতায় প্রাপ্ত দায়িত্ব উপযুক্ত কারণ ছাড়া বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া দায়িত্ব পালন না করে তা-হলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে যা নাকি এক বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা হতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তি ৬৫ ধারার নির্দেশ মানতে রাজি না হন তা হলে তাঁর এক বছর পর্যন্ত জেল কিংবা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।

তেমনি কোনও কোম্পানি বা সংস্থা যদি কোনও অপরাধ করে তা হলে এই আইনে সেই সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে যদি না তিনি প্রমাণ করতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আপত্তিকর পোস্ট করায় পশ্চিম থানায় মামলা পশ্চিমবঙ্গের মহিলার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তি জনক পোস্ট করায় পশ্চিমবঙ্গের এক মহিলার বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের। মামলাটি দায়ের করেন যুব মোর্চার নেতৃত্ব জয়নাল দাস।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় করোনা সঙ্কটের ফলে দেশে যে অন্ধকার নেমে এসেছে এবং অনিশ্চয়তার জন্ম হয়েছে তাকে সমাপ্ত করে আলো ও নিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই অন্ধকারময় করোনা সঙ্কট-কে পরাজিত করার জন্য আলোর দিসাকে সবদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তার জন্য ৫ এপ্রিল রবিবার রাত নটায় ৯ মিনিট দেশবাসীকে নিজেদের ঘরের আলো বন্ধ করে বাড়ির বারান্দা কিংবা ছাদে দাঁড়িয়ে মোমবাতি, টর্চ কিংবা মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানোর আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তারপরই পশ্চিমবঙ্গের এক মহিলা নিজের ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে আপত্তি জনক পোস্ট দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার ঐ মহিলার বিরুদ্ধে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিষেবার কাজে নিযুক্ত পুর নিগমের শ্রমিকরা প্রতিদিন অতিরিক্ত ১০০ টাকা পাবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। আগরতলা পুরনিগম এলাকার পরিষেবামূলক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে মজুরি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এর ফলে বর্তমান মজুরি বা বেতনের চেয়ে মাসে ৩০০০ টাকা বেশি পাবেন সংশ্লিষ্টরা। শনিবার পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানিয়েছেন পুরনিগমের মেয়র ডা. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা।

আগরতলা পুরনিগম লকডাউন চলাকালে বিভিন্ন পরিষেবামূলক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে। শনিবার পুরনিগমের মেয়র ডা. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি বলেন, লকডাউন ঘোষণা করার পর আগরতলা শহর এলাকায় বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে গত ২৩ মার্চ থেকে আগরতলা পুরনিগম এলাকার সবকটি এটিএম, বাসস্ট্যান্ড, মোটরস্ট্যান্ড, পেট্রোল পাম্প সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে জীবাণুনাশক স্প্রে করা শুরু হয়েছে। এই কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানান পুরনিগমের মেয়র। তিনি আরও জানান, গত ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে প্যাকেটজাত খাদ্য সরবরাহ। পুরনিগমের মেয়র জানান, আগরতলা শহর এলাকায় বহির্রাজ্য থেকে আসা বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক আটকে পড়েছেন।

লকডাউন ঘোষণার ফলে তারা খাদ্য সমস্যায় পড়েছেন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে আগরতলা পুরনিগম তাদের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। প্রথমে ২ হাজার আটশ বহির্রাজ্যের শ্রমিককে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। পরবর্তী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ঃ দ্বিচক্র যান চালকদের বিরুদ্ধে কঠোর হল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। লক ডাউন উপেক্ষা করে যারা বিনা প্রয়োজনে রাজধানীর রাজপথ সহ বিভিন্ন গলি রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শনিবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করলো প্রশাসন। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় রাজ্য জুড়ে লক ডাউন লাগু রয়েছে। তার সাথে ১৪৪ ধারা ও কারফিউ জারি রয়েছে। কিন্তু কিছু লোক লক ডাউনকে উপেক্ষা করে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে। প্রতিদিনই প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও এই সকল অতি উৎসাহী লোক সচেতন হচ্ছে না। শনিবারও রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায় কিছু অতি উৎসাহী লোক রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বাইক, রিক্সা কিংবা ছোট গাড়ি নিয়ে। ফলে বাধ্য হয়ে এইদিনও রাস্তায় নামতে হয় আরক্ষা কর্মীদের।

কিছু কিছু বাইক চালক বিনা প্রয়োজনে হেলমেট না পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। আরক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এইদিন তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বহিঃরাজ্যে আটক রাজ্যবাসীদের জন্য সব ত্রিপুরা ভবনকে ত্রাণ শিবির এবং আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাসজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় বহিঃরাজ্যের সমস্ত ত্রিপুরা ভবনকে ত্রাণ শিবির হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি, বহিঃরাজ্যে আটকে রয়েছেন এমন ত্রিপুরার নাগরিকদের জীবন জীবিকার প্রশ্নে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যসচিব জানান, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গতকাল স্টেট এগজিকিউটিভ কমিটির এক সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত ত্রিপুরা ভবনকে ত্রাণ শিবির হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা ভবনগুলিতে যাঁরা অবস্থান করছেন তাঁদেরকে ২১ দিনের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হবে। সাথে তাঁদের প্রত্যেককে খাবারের জন্য প্রতিদিন ১১৮ টাকা করে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা ভবনের ভাড়াও মকুব করে দেওয়া হবে, জানান তিনি।

তাঁর কথায়, যাঁরা ত্রিপুরা ভবনের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থান করছেন তাঁদের প্রত্যেককে থাকার জন্য এক হাজার টাকা এবং খাবার জন্য জনপ্রতি ১৫০ টাকা প্রতিদিন দেওয়া হবে। তবে বেতনভোগী কর্মচারী যাঁরা ত্রিপুরা ভবনে এবং তাদের নিজের কর্মস্থলে রয়েছেন তাঁরা এই ত্রাণ সহায়তার জন্য বিবেচিত হবেন না। এছাড়া যাঁরা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন কিংবা বিভিন্ন রাজ্যে নিজস্ব ফ্ল্যাটে অবস্থান করছেন তাঁদেরকেও এই ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হবে না।

স্বাস্থ্যসচিবের কথায়, সরকারি ত্রাণ সহায়তা শুধুমাত্র তাঁদের প্রদান করা হবে যাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে ও পর্যটন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগা শ্রমিকদের একাউন্টে ৫০০ টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য মিলিয়ে এই সময়ের মধ্যে গরিব মানুষের সাহায্যার্থে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার মতো খরচ হতে চলেছে রাজ্যে। শনিবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় এই কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন রাজ্য সরকার ঘোষিত বারটি এসপিরেশনাল ব্লক রয়েছে। সেগুলিতে মোট ৯২ হাজার ৮৯৯ জন রেগার জব কার্ড হোল্ডার রয়েছেন। তাদের একাউন্টে ৫০০ টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। কালবৈশাখীর ঝড়ে বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। করোনা সংক্রান্ত জটিলতা হোক অথবা যে কোনও ধরনের সমস্যা। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যদি কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তবে শান্ত হয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী বাড়িতে বসে থাকেন না, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের পাশে গিয়ে প্রমাণ দিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আজ ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ালেন এবং প্রশাসনিক যাবতীয় সাহায্য করার আশ্বাস প্রদান করলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় মরশুমের প্রথম কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় ত্রিপুরার পশ্চিম ও সিপাহিজলা জেলায়। রবার বাগান, কৃষি জমি এবং বাড়িঘরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই খবর শুনে সকালেই মুখ্যমন্ত্রী ছুটে যান সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে। সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিজের চোখে দেখেন।

মুখ্যমন্ত্রী গোলাঘাটি ও তার পার্শবর্তী অঞ্চল ঘুরে দেখেন। বিশেষ করে গ্রাম পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান তিনি। ঝড়-বৃষ্টিতে যে ক্ষতি হয়েছে তাদের মনের কথা শোনেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ভরসা দিয়ে আসেন, যে কোনও দুর্যোগে তিনি পাশে থাকবেন। এদিন অনেকের হাতে সরকারি সাহায্যস্বরূপ চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

পরে আগরতলায় এসে কালবৈশাখীর ঝড়ে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের কথা তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মূলত পশ্চিম ও সিপাহিজলা জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১৭২টি ঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তিনদিনের মধ্যে ৫,২০০ টাকা করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এছাড়া ৭০ হেক্টর কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মোট ১২৪টি পরিবারের এই ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে দেওয়ার প্রশ্নে সরকারের পক্ষ থেকে কানি প্রতি ১,১০০ টাকা করে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে তিনদিনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, সিপাহিজলা জেলায় ৭৩টি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ৯৫ হাজার ১০০ টাকা করে দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই তাঁদের হাতে ৫,২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওই জেলায় ৩৯টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের ৫ হাজার ২০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ তিন দিনের মধ্যে দেওয়া হবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, স্টেট ডিজাস্টার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্তর নেশা সামগ্রীসহ আগরতলায় আটক চার, পুলিশ এসআই’র ভূমিকা রহস্যজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল।। রাজ্য জুড়ে লক ডাউন চলছে। কিন্তু এই লক ডাউনকে উপেক্ষা করে নেশা কারবারিরা তাদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে সাধারন জনতার হাতে ধরা পড়ছে নেশা কারবারীরা। এরই মধ্যে শনিবার চার নেশাকারবারী টিআর-০১ও- ৩৯২২ নাম্বারের একটি গাড়ি নিয়ে রাজধানীর অভয়নগর হিন্দিস্কুল সংলগ্ন এলাকায় আসে। তাদের দেখে এলাকাবাসীদের সন্দেহ হয়। তখন এলাকাবাসীরা তাদের আটক করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ব্রাউন সুগারের কৌটা সহ নেশা সামগ্রী সেবনের সরঞ্জাম। তখন স্থানীরা খবর দেয় পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশকে। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার এসআই কিংকর সাহা পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। জনতার হাতে ধৃত চার ব্যক্তিকে পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়ে নেয়।

কিন্তু তারপরই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যান এসআই কিংকর সাহা। আশ্চর্য জনক ভাবে পুকুর চুরির ন্যায় তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান ধৃত চার জন লক ডাউন না মেনে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, তাদেরকে জনগণ আটক করেছে। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ধৃতদের থানায় নিয়ে এসেছেন। যাতে কোন ধরনের অপরাধ না হয়। ধৃতদের কাছ থেকে কোন ধরনের নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। সংবাদ প্রতিনিধিরা তখন কিংকর সাহাকে ফের প্রশ্নকরে ধৃতদের কাছ থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে, তার ভিডিও ফুটেজ সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরায় রয়েছে। তারপরও এসআই কিংকর সাহা বলছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার নেশা সামগ্রীসহ আগরতলায় গ্রেপ্তার করা হয় চার যুবককে। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৭৫ ▫ ৫ এপ্রিল ২০২০ ইং ▫ ২৩ চৈত্র ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ঝড়ে বিপর্য্যস্তদের ত্রাণ

করোনা মোকাবেলায় দেশ জুড়িয়া লকডাউন চলিতেছে। ত্রিপুরায়ও লকডাউনের কল্যাণে বহু মানুষ চরম বিড়ম্বনার মধ্যে কাটাইতেছেন। তবু চোখ বুঝিয়া সব মানিয়া নিতে দ্বিধা করিতেছে না। দেশ আজ বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়াইয়া গিয়াছে। মৃত্যু হইয়াছে ৭৫ জনের। সুস্থ হইয়াছেন ২১৭জন। সারা দেশে একযোগে রবিবার রাতে বিদ্যুৎ নিভাইয়া ৯ মিনিট মোম বা টর্চ জ্বালাইতে আহ্বান জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টর্চ বা মোম জ্বালানোর আহ্বান নিয়া নানা বিতর্ক শুরু হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের বিদ্যুৎ মন্ত্রী আশংকা প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন একসাথে সারা দেশে বিদ্যুৎ নিভাইয়া দিলে পাওয়ার গ্রীডের সমস্যা হইতে পারে। এই যখন আলোচনা ইত্যাদি নিয়া মানুষ ব্যস্ত তখন শুক্রবার বিকালে এক ঝটকায় লন্ডভন্ড করিয়া দিয়াছে বহু গরীব অংশের মানুষের বাড়ি ঘর। বহু এলাকায় বিদ্যুৎ তছনছ। শুক্রবার বিকালে ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। আগরতলা ও রাজ্যের বহু অংশে ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে। করোনা মোকাবিলায় লকডাউন ঘোষণার কারণে মানুষ একেবারে ঘরবন্দী হইয়া আছেন। ফলে, ভূপাতিত বাড়িঘর। মেরামতিও করা যাইতেছে না। যেখানে গরীব অংশের মানুষের রুটি রুজিতেই টান পড়িয়াছে সেখানে দূর্গতদের তো একেবারেই বিড়ম্বনায়। রাজ্যের সর্বত্র ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতো তাহার পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায় নাই। তবে, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ত্রাণ সামগ্রী যাহাতে দ্রুত পৌঁছায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লকডাউনের ব্যস্ততায় ঝড়ের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াইতে না পারিলে তাহা হইবে চরম অমানবিক। ইতিমধ্যেই ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হইবে। লকডাউনের কল্যাণে গৃহবন্দী মানুষ তো এখন আবার গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছেন। বহু বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া তছনছ হইয়াছে। এক্ষেত্রে দ্রত প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে না পারিলে মানুষের বিড়ম্বনা আরও বাড়িবে।

ঝড়ে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বিদ্যুৎ লাইনের। শনিবার পর্যন্তও বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করা যায় নাই। বহু এলাকায় জল সরবরাহ বিঘ্নিত হইয়াছে। ঝড়ে যেসব পরিবারের ঘরবাড়ি তছনছ হইয়াছে তাহারা আছেন অনেক বিড়ম্বনায়। একদিকে রুজি রোজগার হারা অন্যদিকে মাথা গুজার শেষ সম্বলও তছনছ সেখানে এইসব পরিবারতো চোখে সর্ষে ফুল দেখিতেছে। লকডাউনের এই অবস্থার মধ্যেও প্রশাসনকে ঝড় বৃষ্টিতে দূর্গত মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছাইতে হইবে। যেখানে কার্ফু চলিতেছে, ঘর হইতে বাহির হইলেই পুলিশের লাঠি সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ তো প্রশাসনের দোরগোঁড়ায় যাইতে পারিতেছে না। ফলে, অনেক ক্ষতিগ্রস্তদের বিবরণ না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কারণ, রাজ্যের পিছাইয়া পড়া এলাকায় তো প্রশাসনের লম্বা হাত নাই। রাস্তায় লোকজন বাহির হইতে পারেন না। সুতরাং এই ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া তো খুব কঠিন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা ও সব দলের বিধায়করা দুর্গতদের খবর দ্রুত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারেন। আশা করা যাইতে পারে রাজ্য এব্যাপারে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে না। দুর্গত এলাকায় সাহায্য পৌঁছাইয়া দুর্গতদের পাশে দাঁড়াইয়া নতুন করিয়া বাঁচিবার শপথ নিতে পারেন। সামনে আরও দুর্যোগ অপেক্ষা করিতেছে। তাহার জন্য সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

ভবানীপুরে ভাইয়ের পচাগলা মৃতদেহ আগলে বসে দিদি

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): ফের শহরে প্রিয়জনের মৃতদেহ আগলে বসে থাকার ঘটনা ঘটল। এবারের ঘটনাস্থল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর। লকডাউনের সময় বাইরে বেরোনো বারণ তাই ভাইয়ের মৃত্যুর কথা কাকে বলবেন সেই কথা বুঝতে না পেরে অজ্ঞতা দেহ আগলে বসেছিলেন ঘরে এমনটাই জানাচ্ছেন মৃতের দিদি। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। লকডাউন এর জন্য বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর অসীম ঘোষ। সেই সময় কলকাতা পুরসভার ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের মাধব চাটার্জী লেনের এই বাড়িটিতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে এলে দরজা খুলতেই দুর্গন্ধ পান কাউন্সিলর ও তার অনুগামীরা। একপ্রকার কৌতুহলবশত জোর করেই বাড়ির ভিতরে ঢুকে যান তারা। তখনই দেখতে পান পচা-গলা অবস্থায় ঘরের ভেতর পড়ে রয়েছেন মৃত শান্তনু দে। আর তার দেহ আগলে বসে রয়েছেন তার দিদি। তড়িঘড়ি পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

স্থানীয়রা জানাচ্ছে প্রোমোটারকে বাড়ি বেঁচে ওই ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন মৃত ও তার দিদি। ওই ফ্ল্যাটে দুজনই একাই থাকতেন। এই দুই ভাইবোন শান্তনু দে ও তার দিদি মহাশ্বেতা দেবী কোনও চাকরি না করলেও তাদের আর্থিক অভাব ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে ওই ফ্ল্যাটে থাকতেন এই দুই ভাইবোন। এরপর শুক্রবার রাতে কাউন্সিলর ও তার লোকেরা বাড়িতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে গেলে ঘরের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পায়। মহাশ্বেতা দেবী কে দুর্গন্ধের কারণ জিজ্ঞেস করলে তার অসংলগ্ন কথায় সন্দেহ হয় খাদ্য সামগ্রী দিতে আসা ব্যক্তিদের। এক প্রকার জোর করেই তারা ঢুকে পড়ে ঘরের ভিতর। সেখানে গিয়েই তাদের চোখে পড়ে ভেতরের ঘরে প্রায় পচা গলা অবস্থায় কঙ্কালসার দেহ পড়ে রয়েছে শান্তনু দের। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুর থানায় তারা খবর দেয়। এবং পুলিশ এসে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে ঠিক কি কারণে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

অন্যদিকে মহাশ্বেতা দেবীকে তার ভাইয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে অসংলগ্ন উত্তর দিতে থাকেন তিনি। কাউকে ভাইয়ের মৃত্যুর খবর না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, লক ডাউন এর সময় বাইরে বাইরে বেরোনো বারণ কাকে এই খবর তিনি দেবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অন্যদিকে তিনি দাবি করেন, তিনি ভেবেছিলেন তার ভাই বেঁচে উঠবেন। তবে মহাশ্বেতা দেবীর কোন মানসিক সমস্যা ছিল না বলে ই জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আর এর থেকেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তদন্তকারীদের কপালে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এল এম অনেক বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা।

লকডাউনে অর্থনৈতিক মন্দায় অনিশ্চিত প্লেসমেন্ট, বাড়ছে উদ্বেগ

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা জেরে এবার সঙ্কটে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লেসমেন্ট। শিক্ষা কর্তাদের আশঙ্কা, এ বছর ছেলেমেয়েদের চাকরি পেতে সমস্যা হবে। টানা লকডাউনের জন্য সব সংস্থাই লোকসান গুনছে।আর কয়েক মাস পরেই বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পাসিং শুরু হয়ে যাবে। কোথাও অনলাইনেই পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। কিছু প্রতিষ্ঠানে আবার কোম্পানিগুলো গিয়ে তাদের পছন্দমত প্রার্থী বাছাই করে নেয়। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের প্লেসমেন্ট নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে কেউ নিয়োগ করার সাহস দেখাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এ সমস্যার কারণে যে কিছুই করার নেই, সেই কথাও জানিয়েছেন তাঁরা।

কয়েকটি বেসরকারি কলেজের তরফে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চাকরির সুযোগ এখন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ফলে যে রকমের চাকরি মিলবে, তাই নিয়ে নিতে হবে। এমনকী যাঁরা ইতিমধ্যে চাকরির নিয়োগপত্র পেয়ে গিয়েছেন, তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ সব সংস্থা বড়সড় লোকসানের সম্মুখীন। তাই পড়াশোনার উপর এখন বেশি জোর দিতে হবে। যা যা অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, সেগুলি মন দিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছে সেইসব কলেজ কর্তৃপক্ষ।

করোনা-মহাযুদ্ধ ভাবনাত্মক ঐক্য, সংযম ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জিতুন

আর কে সিনহা

করোনার বিরুদ্ধে মহাসংগ্রামের প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে লাগু লকডাউনের নবম দিন ছিল শুক্রবার। এখনও পর্যন্ত অর্ধেক রাস্তাও অতিক্রম করতে পারিনি আমরা। কিন্তু, কিছু স্থান থেকে এমন খবর আসতে শুরু করেছে, বিনা কারণেই ভিড়-জমায়েত করা হচ্ছে। নমাজ পাঠের জন্য ছাদেও মানুষ একত্রিত হচ্ছেন। কোথাও আবার মেডিকেল টিমকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাও শোনা যাচ্ছে যে, তবলীগী জামাতের লোকজন আইসোলেশন ওয়ার্ডে পাজামা না পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মেডিকেল কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছে। এই সমস্ত ঘটনা দুঃখজনক এবং ক্ষোভের।

এটা বোঝা দরকার, যেই করোনা মহামারীর লড়াইয়ে ইতালি, ইরান, আমেরিকা, স্পেনও হেরে গিয়েছে, সেই মহাযুদ্ধ আমরা শক্তির মাধ্যমে জারি রেখেছি। যদি দেশের জনসংখ্যা এবং প্রতি কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব বিচার করা হয় তাহলে বিশ্বের মধ্যে ভারতের করোনা-যুদ্ধ সবথেকে ভালো। এটা শুধুমাত্র এই কারণেই সম্ভব হয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর মতো উচ্চ বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন এবং দেশের ১৩০ কোটি নাগরিকের ভাবনাকে বোঝার মতো প্রধানমন্ত্রী আছেন। নরেন্দ্র মোদীজি যখন সামাজিক দূরত্বের কথা বলেন তখন তা নিজের জন্য কখনই বলেন না।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের চেনকে ভেঙে ফেলার জন্য এমন বলেন। যার ফলে ভাইরাস ছড়ানো বন্ধ হয় এবং ধীরে ধীরে ভাইরাসের সমাপ্তি হয়। কিন্তু, কিছু মানুষ এমন আছে যারা প্রধানমন্ত্রীর কথা না মেনে, নিজেদের ইচ্ছামত চলছেন। এমতাবস্থায় এমন করা দেশ-বিরোধী কার্যকলাপ, শক্ত হাতেই প্রতিহত করতে হবে।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতির উদ্দেশে ভাষণে, ৫ এপ্রিল রাত ন'টায় ৯ মিনিটের জন্য প্রদীপ, মোমবাতি অথবা মোবাইলের ফ্লাশলাইট জ্বালানোর আহ্বান করেছেন। এই সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতেও অনুরোধ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এভাবে করোনা পালাবে না। কিন্তু, দেশ একত্রিত, তা প্রমাণিত হবে। ফ্ল্যাটে যে আবদ্ধ রয়েছে সে বুঝতে এই লড়াইয়ে সে একা নয়। তার সঙ্গেই কোটি কোটি মানুষও কষ্টে রয়েছেন। এই মহাযুদ্ধের সেনাপতি এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে রয়েছেন তাঁরা। এই মহামারীর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যে লড়াই চলছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মহাযুদ্ধের একমাত্র সেনাপতি। বাকি ১৩০ কোটি দেশবাসী তাঁর সৈনিক। এরমধ্যে দু-চারজন সৈনিক যদি বলেন এভাবে হওয়া উচিত নয়, তারা নিজেদের সেনাপতিকে অবমাননা করছেন, এবং শাস্তির ভাগিদার হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা নিয়ে রাজনীতি হওয়া, লাগাতার বয়ান দেওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। রাষ্ট্রীয় বিপদের সময়ও আপনারা একত্রিত থাকতে পারেন না, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক।

সোনিয়া জি, রাহুল গান্ধী এবং তাঁদের নেতারা বলছেন, এটা তো আগেই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। লকডাউন দেরিতে হয়েছে। আরে ভাই, মাননীয়া সোনিয়া গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করুন নিজের মাতৃভূমির দিকেও একটু নজর দিতে। রাহুল গান্ধী নিজের মাতামহের দিকে নজর দিন। ইতালি কি করেছে? ইতালির মেডিকেল সার্ভিস তো বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক ভালো। ইতালি কি করেছে, কেন এত মানুষ মারা গিয়েছেন। সেখানে কেন লকডাউন হয়নি। আমেরিকা, যাঁদের মেডিকেল সার্ভিস সবচেয়ে ভালো, সেখানে কি হয়েছে, স্পেন যা সবথেকে সুন্দর দেশ, সেখানে কি হয়েছে, কথা বলা ভীষন সহজ। কিন্তু, বাস্তবায়িত করা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে লকডাউন ঘোষণা হলে এই এরাই আগেভাগে লকডাউন ঘোষণা করা নিয়ে প্রশ্ন

তুলত। তাঁরা বলতো, প্রথমেই ইমারজেন্সি চালু করা হচ্ছে। এটার প্রয়োজন নেই। আরে ভাই, যখন ইতালি, স্পেন এবং আমেরিকা করেনি, চিনও উদ্বেগে ছিল। আলোচনাকারীদের তো শুধু অজুহাত চাই আলোচনা করার জন্য।

কিন্তু, এটা সঠিক কথা নয়। কারণ দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যদি কেউ যুদ্ধের বিপক্ষে কিছু বলে সে দেশদ্রোহী এবং তাঁর প্রতি দেশদ্রোহীতার মতো আচরণ হওয়া উচিত। যদি এর সতর্ক না হয়, তাহলে জনগন এমনভাবে উপেক্ষা করবে যে তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এবার তবলীগী জামাত নিয়েও কিছু বলা যাক। তারা ধর্মের প্রচারের নামে যা খুশি তাই করছে, অধর্মের কাজ করছে। পরিকল্পনা মতো দেশের প্রতিটি প্রান্তে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছে, সরকারি নির্দেশিকা অবমাননার জন্য মানুষকে প্ররোচিত করে দেশদ্রোহী ভাবনা প্রসারিত করছে। এরা এতটাই অসভ্য যে আইসোলেসন ওয়ার্ডে বিনা জামাকাপড়ে ঘোরাফেরা করছে। যেখানে সেখানে থুতু ফেলছে। বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছে এবং মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছে।

এদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া উচিত। আইসোলেসন ওয়ার্ড এদের স্থান নয়, এদের জায়গা জেলে। জেলের বন্ধ সেলে যেখানে একজন বন্দিকে একটি সেলেই বন্দি করে রাখা হয় সেখানে এদের রাখা উচিত। কারণ এদের ধর্মগুরু মৌলানা সাদ এদের এমনই শিক্ষা দিয়েছে সবাই মসজিদে একত্রিত হয়ে থাকুক, নাহলে ইসলামে বিপদে পড়ে যাবে। অথচ ভারতে এমন কোনও ব্যাপারই নেই। এই দেশে অন্ততপক্ষে ২০ কোটি মুসলমান রয়েছে এবং তবলীগী জামাতের সংখ্যা কিছু লাখ মাত্র। কিন্তু, তা সত্বেও এরা নিজেদের ২০ কোটি মুসলিমের প্রতিনিধি আখ্যা দেয়, যা সর্বদাই মিথ্যে ও অন্যায়। এদের নেতা মৌলানা সাদকে ইউটিউবে নিজের ভাষণে বলতে শোনা গিয়েছে, যদি করোনায় মরতেই হয় মসজিদই সবচেয়ে ভালো জায়গা। যদি চিকিৎসকদের দেখাতে হয় তাহলে শুধুমাত্র মুসলিমদের ডাক্তারদেরই দেখবেন। কট্টর তবলীগীদের সঙ্গেও কঠোর হওয়া উচিত। আমি তো অবাক হই, এই জামাতকে পূর্ববর্তী সরকার সমস্ত কিছু জেনেও না দেখার ভান করেছে। এদের প্রতি আগে থেকেই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।

জামাতরা শুধুমাত্র যে ভারতেই এই সমস্যা উৎপন্ন করেছে তা নয়। মালয়েশিয়া এবং পাকিস্তানের মতো ইসলামিক দেশও এদের জন্য ত্রস্ত। ফেব্রুয়ারির শেষে এরা মালয়েশিয়ায় একটি বড় সমারোহ করেছিল এবং ঐ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে প্রচুর তবলীগী নয়াদিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজ-এ পৌঁছেছিল। মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী একথা বলেছেন যে, মালয়েশিয়ায় করোনাভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার নেপথ্যে তবলীগীদের হাত রয়েছে। তাহেল এই ধরনের জামাতকে সমূলে নষ্ট করার জন্য সরকার কেন বিচার করছে না। এমন দেশদ্রোহীদের তো কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া উচিত। বিশেষ আদালত তৈরি করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। এই ধরনের মরকজ যেখানে তবলীগীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, সেগুলি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

আজ যে সমস্ত নেতারা জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নিয়ে রাজনীতি করা শুরু করেছে, আমি তাঁদের কাছ থেকে জানতে চাই গত ২৮ মার্চ থেকে এখনও পর্যন্ত তবলীগী জামাতের হাজার হাজার মানুষ যেভাবে করোনাভাইরাস দেশের সর্বত্র ছড়িয়েছে, সে বিষয়ে তাঁদের কি চিন্তাভাবনা। কেন তাঁরা এখন চুপ করে আছেন। তবলীগী জামাতকে পূর্ববর্তী সরকার কেন বাড়তে দিয়েছে। সংরক্ষণ কেন দিয়েছে। দেশ এখন একটা সংকটের সঙ্গে যুদ্ধ করছে, আর যুদ্ধে একজনই সেনাপতি, তিনি হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাকি ১৩০ কোটি জনতা এই মহাযুদ্ধে করোনাকে হারাতে সমর্পিত সৈনিক। যদি কেউ বিরুদ্ধাচরণ করে তার বিরুদ্ধেও তেমন ব্যাবহার করা উচিত। এখন ভীষণ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা উচিত। নাহলে এই দেশ কেমন সঙ্কটের মধ্যে পড়বে এবং দেশ কত বছর পিছিয়ে যাবে, তা কল্পনাও করা যাচ্ছে না।

যখন চিন, ইতালি, স্পেন ইরান এবং আমেরিকা এই যুদ্ধে প্রায় হেরেই গিয়েছে, তখন আমাদের নিজেদের মানুষই যুদ্ধকে হারাতে ব্যস্ত, এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে।

২৮ তারিখের আগে পর্যন্ত আমাদের পরিস্থিত পুরোপুরি ঠিক ছিল। কিন্তু, যখন থেকে তবলীগী মরকজ আন্দামান থেকে মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত নিজেদের জামাতদের পরিকল্পনা মতো পাঠিয়ে করোনা ছড়িয়েছে, এর নেপথ্যে কী ষড়যন্ত্র রয়েছে তার তদন্ত হওয়া উচিত এবং দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম তদন্ত হওয়া উচিত যাতে আগামীদিনে এই ধরনের দেশবিরোধী কাজ করার আগে তাদের মন ও শরীরে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

(লেখেন প্রবীণ সম্পাদক এবং কলামিস্ট)

ঘূর্ণির আবর্ত

সৌমেন জানা

ঘন ঝোপের আড়াল থেকে জোনাকির আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় একেবারে গাঙের ধারে। যেখানে হিজল, যজ্ঞডুমুর গাছের ফাঁকে প্রকাণ্ড মাদার গাছটা দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে আছে। সাঁঝ মিলিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আগে। তাই চরের বুকে নেমে এসেছে এক নিথর নারবতা। কিছুদিন হলো নদী পাড়ের গাটাকে ঘিরে ঘন হয়ে অন্ধকার নেমেছে। হঠাৎ চরের শিয়ালগুলো হাঁকডাক শুরু করল। শিয়ালকাঁটার বুনো ঝড় আর কাদা প্যাচপ্যাচে রাস্তার দু'পাশের ভাঁট ফুল, আকন্দের ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝির ডাক। নদীর পাড় ঘেঁষে পাড়ার ঘরগুলো আস্তে আস্তে জেগে উঠতে শুরু করল। একটি দুটি করে পিলসুজের বাতিগুলো ড্বলে উঠছিল মিটিমিটে তারার মতো। সাঁঝবাতির আলোগুলো রাতের কালো মখমলের গায়ে যেন এক একটা জ্বলজ্বলে মুক্তাদানা। টিমটিম কের জ্বলে উঠেছিল মিটমিটে তারার মতো। সাঁঝবাতির আলোগুলো রাতের কালো মখমলের গায়ে যেন এক একটা জ্বলজ্বলে মুক্তদানা। টিমটিম করে জ্বলে উঠে আপন মনে সাজিয়ে দিচ্ছিল পাড়াটিকে। যেকোন কবি হয়তো এই দৃশ্য দেখে রোমান্টিক হয়ে পড়তে পারেন। সিনেমাহলে এই দৃশ্য দেখে হাততালির বন্যা বয়ে যেতে পারে। কিন্তু হায়। বাস্তবে অন্ধকার এই নদী, অকূল তার কালো জল, স্রোতের টানে ক্রমশ ফেনিয়ে উঠছে। মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশব্দে জলের দিকে তাকিয়ে কাদের আলি, রমেশ বাগাদিদের বুকের ভিতরে দুরুদুরু করে ওঠে। গাছে হেলান দিয়ে অদ্ভুত মায়াভরা করুণ দৃষ্টিতে তারা চেয়ে থাকে নদীর দিকে। শূন্য সেই দৃষ্টি। নদীর কোনও হেলদো নেই। কই জল তো মোটেও এগিয়ে আসছে না। তাকে দেখে তো মনে হয়না এই উত্তাল নদী যার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার গ্রাসে তলিয়ে গেছে তাদের সব স্বপ্ন। এই নদীই তাদের সব কেড়ে নিয়েছে।

এক অদ্ভুত তরঙ্গের খেলা। যেন নীরব আতঙ্ক। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, একুল ভাঙবে, ও কূল গড়বো উত্তাল নদীর চাপে ভাঙে পাড়। নদীর স্রোতে ও ঘূর্ণি ক্রমেই সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। ভাঙে দালান-বাড়ি- সড়ক-হাট-বাজার-স্কুল। ভেঙে যায় মানুষের মন। চোখের সামনে সবকিছু বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে। ভাঙনের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ ছুটে চলে অজানা গন্তব্যে। হাজার হাজার গৃহহীন ানুষের মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই পর্যন্ত নেই। খোলা আকাশের নিচে কোনমতে বেঁচে থাকে তারা। খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, ওষুধ নেই। চলে হাহাকার। অথচ দেখার কেউ নেই। তাতে কি ? করালগ্রাসী ভাঙন পিছু ছাড়েনা। দিশেহারা তীরবর্তী শত শত পরিবারকে। ফরাক্কা'র হোসেনপুর নদীর বাঙনে বিপর্যস্ত। এই নিয়ে তিন তিন বার। যতবার মানুষগুলো গড়তে গড়তে পিছিয়ে গেছেন। ভাঙনের পর ক্রমশ নতুন জনবসতি গড়তে গড়তে আবার ক্লান্ত হয়ে নড়ে ওঠে গাঁথনির ইঁট। শারদপ্রাতে দূর থেকে ভেসে আসে খুশির রব। চাপা পড়ে যায় অবলা মানুষগুলোর নিস্ফল আর্তনাদ। নতুন জামা-কাপড় তো দূরের কথা মাথার ওপর একটা ত্রিপলও ছিকমতো জোটেনা তাদের। স্রোতের টানে ভেসে যায় ছেঁড়া চাঁদমালা। ফুলহার নদীর দাপটে বাঁধে ভয়াবহ ভাঙন মালদার হরিশচন্দ্রপুর, রতুয়ায়। লাগাতার বাঙনের ফলে রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের সুর্যাপুর এলাকায় পুলহার নদীর গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা জমি বাগান। ৩/৫ বার বাড়ি-ঘর সরিয়েও ভাঙন থেকে নিস্তার পাচ্ছেন না পরিবারগুলো। প্রতিবার সরকারের কাছে তারা আকুল আবেদন করেন, যেন নদী ভাঙনটা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সবই "অরণ্যে রোদন"। কয়েকদিন লোক দেখানো মিডিয়ার ভিড় সরকারি আধিকারিকের পদধুলি পড়ে, তারপর যেই কে সেই।

হাজারো মানুষের সহায়-সম্পদ হারানোর আর্তনাদে ক্রমশ ভারি হচ্ছে গাঙ্গা-ফুলহার নদীর তীরের গ্রামগুলো।প্রতিদিনই ভাঙছে নতুন করে একেকটি পরিবারের স্বপ্ন। নদীর প্রতিটি জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বসত ঘর, আবাদি জমি ও মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকু। নিঃস্ব হতে হতে এই গ্রামের মানুষের শেষ সম্বল একন শুধুই বেঁচে থাকার আকুতি গত এক যুগ ধরে নদীর ভাঙনে কত যে গ্রাম মানচিত্র থেকে মুছে গেছে তার লেখাজোখা নেই। একসময় তাদের সব ছিল। নিজের বসত-বাড়ি, জমি- জিরাক। আর এখন পায়ের তলায় মাটি নেই।

একপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বসত ঘরের দেওয়াল বাঙা কংক্রিট। ঘরের পাশে কদিন আগেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটাও নুয়ে পড়েছে নদীগর্ভে। কয়েকমাস আগেও এখানেই বসত ভিটা ছিল। একসময় এখানে ঘরের উঠোনে ছোট ছোট শিশুরা খেলা করত। হঠাৎ ঘরগুলো নদীতে বিলীন হয়ে যায়। মালপত্র বের করতে না করতেই নদীগর্ভে তলিয়ে যায় সবকিছু । মানুষগুলো নিঃস্ব হয়ে রাত যাপন করে ফাঁকা আকাশের কালো অন্ধকারের চাদর গায়ে দিয়ে। অভাব ও দারিদ্রতা তাদের নিত্য সঙ্গী। অর্ধাহার, অনাহার বা উপোষ করে তাদের দিন কাটে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নামক সুখপাখিগুলো তাদের কাছেবিলাসিতার নামান্তর। ফলে বেশিরভাগ মানুষ অপুষ্টির শিকার। তবুও অদ্ভুত প্রাণশক্তি তাদের। বারবার কোমর ভেঙে পড়া মানুষগুলো নতুন করে স্বপ্ন দেখে। সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় করে আবার তারা নতুন করে স্বপ্নের জাল বোনে। ভাবে এবার হয়ত শান্ত নদীর অবাধ্য ঘূর্ণি তাদের চোখের জলে ক্ষান্ত হবে। কিন্তু বৃথা সে আশা।

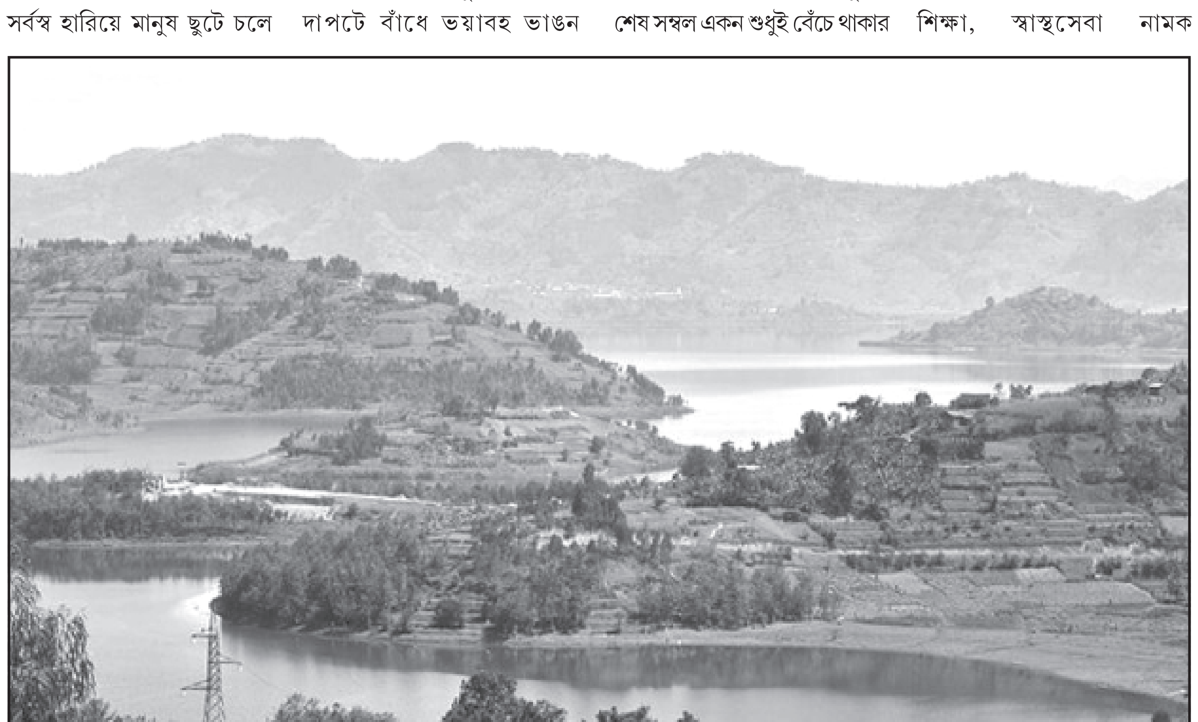

শান্ত নদী বর্ষায় নাগের মতো ফণা তুলে ছোবল দিতে চায়। মাঝে মাঝে যৌবন চাগাড় দিয়ে উঠলে উন্মত্ত হয়ে দুই পাশের ঢালু পাড়ে জানান দেয়। এ যেন ভৈরবী তাণ্ডব। খামখেয়ালি আকাশের রুদ্রবীণার প্রলয় আহ্বানের সাতে পাল্লা দিয়ে নদীও মেতে ওঠে প্রমত্ত ঢেউয়ের তলে তালে। অথচ গাঙের পাড়ের মানুষগুলোর কাছে নদীটাই যেন তাদের জীবন সংগ্রামের প্রধান অবলম্বন। এই নদীতে তাদের জীবন-যাপন, বসতি আর মরণ। নদীকেকেন্দ্র করেই তাদের নিত্যদিনের হাসি-কান্না,এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন খেলাও বেঁচে থাকার সংগ্রাম। তাদের নৈমিত্তিক ভোহবিলাসের জিয়নকাঠি। তাই ভালোবাসা ও মায়ার এক অমোঘ আবর্তনে তারা বার বার ফিরে আসে এই নদীর মায়াবতীরে। আবার নতুন করে একাদোক্কা খেলার ছক কাটা শুরু করেন।

আর আমরা সুখবিলাসী মানুষরা বাতানুকুল ঘরে বসে খবরকাগজের পাতায় না হয় টিভির রঙিন পর্দায় ভিটেমাটি হারানো মানুষগুলোর সাদা-কালো জীবন দেখে সহমর্মিতার আহা-উঁচু করে নিজেদের দায় সেরে ফেলি। নদী মজে যাওয়া, খামখেয়ালি ঋতুর পরিবর্তন এসবে আমাদের কিবা এসে যায়? নদীবাঁধ দেওয়া বৃক্ষরোপণ করা নদীতে ময়লা না ফেলা—ওসব তথ্যের কচকচি হয় বাস্তবের লাল ফিতের ফাঁসে আটকে যায় না হয় খাতায়-কলমে সম্পন্ন হয়ে যায়। তেলেবাজা খেয়ে হাতমুছে ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া কাগজের সঙ্গে সঙ্গ দুমড়ে-মুচড়ে। যাওয়া মানুষগুলোর আশা-ভরসা আস্তাকুঁড়ের এক কোণে অবহেলায় পনে থাকে। কাগজের ছাপা নিঃস্ব মানুষগুলোর ছবি নির্বাকবাবে প্রশ্ন করেন, এটাই কি পরিবর্তন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিএনপি মহাসচিব ফখরুলের গণিতজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৪।। বাংলাদেশে নভেল করোনাভাইরাসে উচ্চ মৃত্যুহার নিয়ে সরকারের যে সমালোচনা করেছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, তার জবাব দিতে গিয়ে বিএনপি মহাসচিবের গণিতজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বিশ্বজুড়ে মহামারী রূপ নিয়ে ১১ লাখের বেশি মানুষকে আক্রান্ত এবং প্রায় ৬০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটানোর জন্য দায়ী কোভিড-১৯ রোগে বাংলাদেশে মৃত্যুহার বেশি নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল সরকারের সমালোচনা করে বলেছিলেন, সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ।তিনি শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন,নিঃসন্দেহে রোগ পরীার স্বল্পতাই এই হিমশীতল মৃত্যু হারের কারণ। প্রতি হাজারে দণি কোরিয়া যেখানে টেস্ট করেছে ৬ জন সেখানে বাংলাদেশ প্রতি ১০ লে টেস্ট করেছে মাত্র ৬ জন- এটা উদাসীনতা না উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

অর্থনীতির ছাত্র ফখরুলের ওই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শনিবার ঢাকায় নিজের বাসায় এক সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র কাদের বলেন,মৃত্যুর হার নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে মন্তব্য করেছেন, সেটা থেকে প্রমাণিত হয় উনি গণিতের সাধারণ সূত্রই জানেন না। আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কম বলেই সেখানে মৃত্যুর হার বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের শনাক্ত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রতিদিন সারা দেশে কমপে ১০০০ এবং প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে নমুনা পরীার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন।সরকার করোনাভাইরাস সংক্রমণ অন্য দেশের তুলনায় নিয়ন্ত্রণে রাখতে সম হওয়ায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা ব্যথিত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হয়ত তারা খুশি হতেন,বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক।

তিনি বলেন,প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে সৃষ্ট বৈশ্বিক সঙ্কটের এই সময়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মতো দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যখন দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে বক্তব্য রাখেন, তখন জাতি হতাশ হয়। তার বক্তব্য আন্দোলন ও নির্বাচনে ব্যর্থ হওয়া একজন দিশেহারা রাজনীতিকের অসংলগ্ন প্রলাপ ও ব্যর্থতার বেসামাল বহিঃপ্রকাশ।সারা বিশ্বে সকল মানুষ একযোগে যখন এই সংকট মোকাবেলায় এক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছে, তখন অর্বাচীনের মতো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের রাখা বক্তব্য জাতিকে বিভ্রান্ত করে। তাদের এই বালখিল্যতার কারণে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীররা জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। দেশের অর্থনীতির উপর করোনাভাইরাস মহামারীর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বিএনপি মহাসচিব ৮৭ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠনের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তারও সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের।তিনি বলেন,মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তা আমাদের অর্থনীতির ঊর্ধ্বগামী সম্ভাবনার বিপরীত। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য জনগণকে শুধু হতাশই করতে পারে।

এডিবির এক অর্থনীতিবিদ যেখানে বলেছেন, এই সঙ্কটের মধ্যেও এশিয়ায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরে সর্বোচ্চ হবে, সেখানে অর্থনীতির এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার এই প্রস্তাব সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করবে।

সঙ্কট মোকাবেলায় সরকার যে সব পদপে নিচ্ছে, তার পে দাঁড়িয়ে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী কাদের বলেন,এই সঙ্কট, আমাদের অর্থনৈতিক সমতা ও সম্ভাবনা বিচার-বিশ্লেষণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কল্যাণে কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছেন।জননেত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পরিকল্পনায় সারা বিশ্ব যেখানে সম্ভাবনার নতুন সূর্যোদয় দেখে, সেখানে মির্জা ফখরুল ইসলামরা বরাবরে মতো মুখ ঘুরিয়ে রাখেন অন্ধকারের দিকে। জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত বিএনপি কখনই আলোর পথে আসতে চায় না।

বিএনপি ভুল তথ্য উপস্থাপন করে জাতিকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে দাবি করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন,দুর্যোগের এই মূহুর্তে বিভেদ নয়-এটা তাদের বোধগম্য নয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা এই সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে জনগণকে সতর্ক, সচেতন ও দায়িত্বশীল করার কাজ করে চলেছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকেই একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করে রেখেছে এবং এই ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতন ও দায়িত্বশীল জনগণকে প্রধান নিয়ামক ধরে সম্মিলিত প্রয়াস গড়ার লয কাজ করে চলেছে।

করোনাভাইরাস: বাংলাদেশে আরও ২ জনের মৃত্যু, নতুন ৯ সহ আক্রান্ত বেড়ে ৭০

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৪।। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও দুই জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা আট। আক্রান্ত আরও নয় জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭০ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া, সুস্থ হয়েছেন আরও চার জন। এখন পর্যন্ত মোট ৩০ জন সুস্থ হয়েছেন। শনিবার দুপুর ১২টার দিকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে অনলাইন ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফোরা।তিনি বলেন,গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছেন আরও নয় জন। তাদের মধ্যে আট জনের নমুনা আইইডিসিআরে পরীা করে শনাক্ত করা হয়েছে। একজনের নমুনা ঢাকার বাইরে। ইতোমধ্যে আপনারা জানেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রোটোকল অনুযায়ী, রেফারেন্স ল্যাবরেটরি হিসেবে অন্যান্যা ল্যাবেরটরিতে যে নমুনা পরীা করা হবে, যখন সেখানে পজিটিভ পাওয়া যাবে, সেই নমুনাগুলো আমাদের আইইডিসিআরে এনে রি-কনফার্ম করার একটা বাধ্যবাধকতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দিক থেকে রয়েছে। তাই এই একজনের নমুনা আবার পরীা করা হবে। কিন্তু, আমরা এই একজনকে পজিটিভ ধরে নিয়েই নয় জনকে আমাদের যে কার্যক্রম কন্টাক্ট ট্রেসিং এবং এদেরকে কন্টেইন করা, তাদের যারা কন্টাক্ট আছে, তাদের কোয়ারেন্টিনে নিয়ে যাওয়া, সে কাযক্রমগুলো শুরু করেছি।

এই নয় জনের মধ্যে পাঁচ জনের কন্টাক্ট ইতিহাস রয়েছে। তার মানে পাঁচ ইতোমধ্যে সংক্রমণ আছে এরকম শনাক্তকৃত রোগীর সংস্পর্শে বা পরিবারের সদস্য। দুই জন যারা বিদেশে থেকে এসেছিলেন এরকম তাদের সংস্পর্শের আছেন। আর বাকি দুইজনেরে েত্রে আমরা এখনো তথ্য সংহগ্রহ করছি, যোগ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন,নতুন নয় জনের মধ্যে দুজন শিশু, যাদের বয়স ১০ বছরের নিচে। তিন জনের বয়স ২০-৩০ বছরের মধ্যে, দুজনের বয়স ৫০-৬০ এর মধ্যে, একজনের বয়স ৬০-৭০ এবং একজনের বয়স ৯০ বছর। গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুজন মারা গেছেন। যার মধ্যে একজন যারা গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যকার। আরেকজন আগেই শনাক্ত হয়েছিলেন। তাদের এক জনের বয়স ৯০ বছর এবং আরেকজনের বয়স ৬৮ বছর। এদের মধ্যে একজন ঢাকার বাইরে, আরেকজন ঢাকায়। এদের মধ্যে একজনের হৃদরোগ ছিল, আরেকজনের স্ট্রোকের ইতিহাস ছিল।বর্তমানে সর্বমোট রোগীর সংখ্যা ৭০, এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন মোট আট জন এবং ৩০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। এর বাইরে যে ৩২ জন থাকে, তাদের মধ্যে বাড়িতে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন ১২ জন এবং ২০ জন হাসপাতালে রয়েছেন, বলেন তিনি।

ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল কালাম আজাদ বলেন,গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে ৫৫৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীা করা হয়েছে ৪৩৪টি।

করোনা-যুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা-যুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে এলেন করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সদস্যরা। ২০ সদস্য বিশিষ্ট করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের ১৯ পারিষদ তাঁদের এক মাসের বেতন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল দান করেছেন। জেলা পরিষদ সভাপতি আশিস নাথ জেলাশাসক আনবামুথান এমপির হাতে একটি চেক তুলে দেন।

সমগ্র দেশের সঙ্গে অসমেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। মানব সভ্যতার সামনে হুমকি স্বরূপ কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যুদ্ধংদেহি অবস্থান নিয়ে লড়াই করছে। করিমগঞ্জ জেলা সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনও ভাইরাস সংক্রমণ রোধে কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে। দেশের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সাহায্যে এগিয়ে এসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্যরা।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি আশিস নাথ ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমগ্র জেলায় স্যানিটাইজার, মাস্ক বিতরণের পাশাপাশি নানা ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবার আশিস নাথ জেলা পরিষদের সতীর্থ সদস্যদের কাছে আবেদন জানান যে, রাজ্যে করোনা মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রত্যেকের এক মাসের বেতন দান করার জন্য। সভাপতির আবেদনে একবাক্যে সমর্থন জানিয়ে এক সদস্য ছাড়া বাকি সকল সদস্য রাজি হয়ে যান। সে অনুযায়ী প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর শুক্রবার রাতে জেলাশাসক আনবামুথান এমপির সঙ্গে দেখা করে, এ সংক্রান্ত একটি চেক জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন আশিস নাথ। চেক প্রদান কালে উপস্থিত ছিলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, সঞ্জীব পাল, হাজি আব্দুল শুক্কুর প্রমুখ।

চেক প্রদান করে জেলাশাসকের কক্ষ থেকে বেরিয়ে জেলা পরিষদ সভাধিপতি আশিস নাথ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রকোপ থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা দিন রাত এক করে কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী করোনা মোকাবিলায় যুদ্ধকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন।

সেই যুদ্ধে একজন সৈনিক হিসেবে শামিল হতে পেরে প্রত্যেক জেলা পরিষদ সদস্য নিজেদেরকে ধন্য মনে করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সামান্য কিছু দান করে, এই লড়াইয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। মারণ ভাইরাস করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশবাসীকে একজোট হয়ে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান করিমগঞ্জ জেলা পরিষদ সভাধিপতি আশিস নাথ।

ভারত থেকে ফিরলেন আটকে পড়া ৩৫ বাংলাদেশি, প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে ৫

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৪।। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে লকডাউন ঘোষণা করায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আটকে পড়া আরও ৩৫ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। শনিবার সকালে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বেনাপোল বন্দর হয়ে তারা দেশে আসেন।

শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকায় এদের মধ্যে ৫ জনকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে যশোরের একজন, মাগুরার একজন, গোপালগঞ্জের দুই জন ও খুলনায় একজনের বাড়ি।

বেনাপোলে দায়িত্বরত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. জাহিদুল ইসলাম বলেন, বাকি ৩০ জনেরও স্বাস্থ্য পরীা করা হয়েছে। করোনার উপসর্গ না থাকলেও সতর্কতার অংশ হিসেবে তারা ১৪ দিন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকবেন।

বেনাপোল ইমিগ্রেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহসান হাবীব বলেন, ভারত থেকে যারা ফিরে এসেছেন তাদের বাড়ি বিভিন্ন জেলায়। তাদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে প্রত্যেকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও মোবাইল ফোন নম্বর রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলায় সেসব তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে।গতকাল বিশেষ ব্যবস্থায় ৮১ জন বাংলাদেশি বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে ফিরে আসেন।

কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানাতে নিজের অফিসটাই দিয়ে দিলেন

মুম্বাই, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানাতে নিজের গোটা অফিসটাই দিয়ে দিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। প্রধানমন্ত্রীর পি এম কেয়ার-এর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রাণ তহবিলে অর্থসাহায্য করেছেন শাহরুখ খান শাহরুখ ও স্ত্রী গৌরী খানের একটি চারতলা অফিসকে বদলে ফেলা হবে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে। বৃহন্মুম্বই পুরনিগম টুইট করে এ খবর নিশ্চিত করেছে। সেই সঙ্গে এমন মহৎ উদ্যোগের জন্য শাহরুখকে ধন্যবাদও জানানো হয়েছে। টুইটারে তারা লেখে, "শিশু, মহিলা এবং বয়স্কদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার ব্যবস্থা করলেন শাহরুখ ও গৌরী খান। দেশের এমন কঠিন পরিস্থিতিতে চারতলা অফিসকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার বানাতে দেওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ। সঠিক সময়ে প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত।"

ইতিমধ্যেই করোনা মোকাবিলায় নানাভাবে দেশবাসীর পাশে দাঁড়ান বি-টাউনের সুপারস্টার। অর্থ সাহায্যের পাশাপাশি তাঁর 'মীর ফাউন্ডেশন' তরফে ৫০ হাজার পিপিই কিট দেওয়া হয় বাংলা আর মহারাষ্ট্রের হাসপাতালগুলোতে। আগামিদিনে যাতে এই দুই রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে ভেন্টিলেশনের অভাব না হয়, তার জন্য আলাদা করে অর্থ সাহায্যও দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি করোনার জেরে বেকার হওয়া মুম্বইয়ের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার গরিব পরিবারকে রোজ দু'বেলা খাওয়ানোর দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তিনি। 'এক সাথ' নামের একটি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে মীর ফাউন্ডেশন করবে এই কাজ। অন্তত একমাস খাদ্য সরবরাহ করা হবে তাঁদের। সেই সঙ্গে ২ হাজার প্লেট খাবার রোজ পৌঁছে যাবে হাসপাতাল আর জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের কাছে। যার সমস্ত ব্যায়ভার বহন করবেন শাহরুখ খান নিজে।

করোনা রোধে টেস্টিং করাটা জরুরী, দাবি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা রোধ করার জন্য আরও বেশি পরিমাণে টেস্টিং বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন জাতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী। পাশাপশি রবিবার দিনকে প্রদীপ জ্বালানো নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি।শনিবার রাহুল গান্ধী নিজের টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, করোনার টেস্টিংয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে অনেক কম হচ্ছে। প্রতি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে কেবল মাত্র ২৯ জনের পরীক্ষা হচ্ছে এ দেশে। এই বিষয়ে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। পাকিস্তানে ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৬৭ জনের পরীক্ষা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় সেই সংখ্যাটা ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৯৭ জনের। এই পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে সব থেকে ভাল অবস্থা দক্ষিণ কোরিয়ার। সেখানে ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৭৬২২ জনের পরীক্ষা হচ্ছে। এর পরেই রয়েছে ইতালি, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন। করোনা ভাইরাস রোধে ভারত পর্যাপ্ত পরীক্ষা করছে না। তালি বাজিয়ে বা মশাল ঝালিয়ে এই সমস্যার সমাধান হওয়ার নয়। টেস্টিং করাটা জরুরি।

অসমে ১৫২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৫ জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে নিভৃতবাসে রয়েছেন এমন ১,৫২৯ জনের প্রয়োজনীয় স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১,৩০৮টি নমুনায় করোনার উপস্থিতি পাওয়া না গেলেও ২৫ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রমাণিত হয়েছে। তবে ১৯৬ জনের ফলাফল এখনও হাতে আসেনি। মোট পাঁচটি প্যাথল্যাবে কোভিড-১৯-এর টেস্ট করা হচ্ছে। শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে যোগদানকারী ৮১২ জন ব্যক্তির নমুনা এখন পর্যন্ত টেস্ট করা হয়েছে। ১৪ দিন পর আবার তাদের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

এদিকে গুয়াহাটি মহানগরের অভিজাত আবাসন স্প্যানিশ গার্ডেনকে ১৪ দিনের জন্য সিল করে দেওয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ১৫০টি ফ্যাটের এই আবাসনের জনৈক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীকে কোভিড-১৯ আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করার পর সিল করা হয়েছে। তিনি জানান, আগামী ১৪ দিন স্প্যানিশ গার্ডেনের কোনও আবাসিক বাইরে বের হতে পারবেন না এবং কেউ প্রবেশও করতে পারবেন না।

মন্ত্রী ড় শর্মা জানান, কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত মণীষ তিবড়েওয়ালের সংস্পর্শে এসেছেন এমন ১১১ জনকে শানাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশকে ইতিমধ্যে গুয়াহাটির কালাপাহাড়ে আইডিএসপি হাসপাতালের আইসোলেশন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জানান তিনি। কয়েকজনকে নিজেদের বাড়িতে নিভৃতবাসে থাকতে বলা হয়েছে।

এক জিজ্ঞাসার জবাবে হিমন্তবিশ্ব জানান, মণীষ তিবড়েওয়ালের শরীরে দিল্লি থেকে করোনা ভাইরাস বাসা বাঁধেনি। ১ মার্চ তিনি গুয়াহাটি এসেছেন। এখানে আসার পরও করোনার উপসর্গ ধরা পড়েনি। অন্য কারোর সংস্পর্শে আসার ফলে তিনি আক্রান্ত হতে পারেন বলে স্বাস্থ্য দফতরের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানা গেছে, মহানগরীর প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মণীশ তিবড়েওয়াল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দিল্লি গিয়েছিলেন। সেখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বৃন্দাবনেও গিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে সুস্থ শরীরে ১ মার্চ গুয়াহাটি ফিরে আসেন। তাঁর বাবার শরীরে কোভিড-১৯-এর লক্ষণ পাওয়া গেছে বলে যে খবর প্রকাশ হচ্ছে তা অস্বীকার করে জানান, মণীশ তিবড়েওয়ালের বাবা কাশি এবং হাঁপানি রোগী।

শুক্রবার করোনা-আক্রান্তদের নাম প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। জানান, করোনায় আক্রান্ত নলবাড়ির মফিজ উদ্দিনও গিয়েছিলেন নিজামউদ্দিনের মরকজে। এছাড়া মরিগাঁয়ের এক মহিলা জমিয়া খাতুনও আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। এর আগে তাঁর স্বামী করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এছাড়া দক্ষিণ শালমারার ব্যক্তির নাম আশরফ আলি এবং উত্তর লখিমপুরের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাবুল আলি বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, অসমে ২৫ জনের মধ্যে ২৪ জনই দিল্লির মরকজ নিজামউদ্দিনের তবলিগ-ই জামাত-ফেরত। এখনও অনেক ব্যক্তি আত্মগোপন করে থাকায় খেদ ব্যক্ত করে তাঁদের স্বইচ্ছায় বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

করজোড়ে শেষবারের মতো তবলিগ-ই জামাতগামীদের স্বইচ্ছায়

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : করজোড়ে শেষবারের মতো দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারীদের স্বইচ্ছায় বেরিয়ে আসতে আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রীর আহ্বান, 'লাস্টবারের মতো আমি হাত জোর করে বলছি, আর আত্মগোপন করে থাকবেন না, নিজামউদ্দিনে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা নিজেরা নিজেদের তালিকা দিন।'খেদ ব্যক্ত করে তবলিগ-ই জামাত-ফেবত আত্মগোপনকারীদের প্রতি মন্ত্রীর আরও আহ্বান, 'আমরা করোনার বিরুদ্ধে অহোরাত্র সংগ্রাম করছি। আমাদের এই যুদ্ধে সহায়তা করুন।' মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'আমরা নিজামউদ্দিন তবলিগ-ই জামাতগামীদের খোঁজে খোঁজে বের করে কোয়ারেন্টাইনে এনে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছি। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের শরীরে করোনা

ছয়ের পাতায়

এক টাকাও কর্তন হবে না অসমের সরকারি কর্মচারীদের বেতন, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে এক টাকাও কাটা হবে না। সামান্য বিলম্বে হলেও আগামী ৯ এপ্রিল বেতনের সব টাকা পেয়ে যাবেন কর্মচারীরা। শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মচারীদের এই সুখবর শুনিয়েছেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানান, দেশের বহু রাজ্য তাদের কর্মচারীদের বেতন কেটেছে দেখে প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল অসমের মোট প্রায় পাঁচ লক্ষ কর্মচারীর বেতন কেটে কোভিড-১৯-এর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যয় করা হবে। কিন্তু প্রাথমিক এই ভাবনা কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, এই সংকটের সময় রাজ্যের কর্মচারীকুল অযাচিতভাবে তাঁদের একদিনের বেতন দান করেছেন। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বান, বেতন পাওয়ার পর প্রত্যেক কর্মচারী অন্তত পাঁচটি দরিদ্র পরিবারকে যেন সহায়তা করেন। কেউ যদি এতে সাড়া দেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারের ওয়েবসাইটে তাঁর ফটো প্রকাশ করতে পারবেন, বলেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

কিশোর রঞ্জন হোড় চুরাইবাড়ি প্রতিনিধি ৪ এপ্রিল:--বর্ষাকাল শুরু হতে না হতেই ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এক গৃহস্বামীর। আংশিক ক্ষতি একটি গ্রামেরও।ঘঠনা উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বিরজানগরে। গতকাল রাত্রিবেলা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরজানগর গ্রামে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদিও সকলের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হলেও ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুশীল চন্দ্র দাস পিতা মৃত সুশেন্দ্র দাসের ঘরে উপর বড় একটি বনাক গাছ উপড়ে পড়ে।ঘূর্ণিঝড়ের ফলে গাছটি ঘরের উপর পড়াতে সম্পূর্ণরূপে ঘরের ছাউনি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।ভাগ্যের জোরে গৃহস্বামী সুশীল চন্দ্র দাস উনার স্ত্রী ও এক পুত্রসন্তান প্রাণে বাঁচেন। তবে উনার ছোট বাচ্চাটি অল্পবিস্তর আহত হলে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে বাড়িতে নিয়ে যান।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আজ ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা ব্লকের ভিডিও কোমল দেববর্মা ও কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। উনারা সরজমিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করেন যে সরকারের তরফ থেকে গৃহস্বামী সুশীল চন্দ্র দাসকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। উনাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে দিনমজুর গৃহস্বামীর মনে কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। তবে দিনমজুর সুশীল চন্দ্র দাসের পক্ষে নতুন করে ঘর তৈরি করা আর্থিক সামর্থ্য নেই। পাশাপাশি বিরজানগর গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য পরিবারেরও খোঁজখবর নেওয়া হয় কদমতলা ব্লকের তরফ থেকে।

করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন উদ্ধব

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : মারণ রোগ করোনা নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। করোনা জাতি, ধর্ম, বর্ণ দেখে না। ফলে এর থেকে সাধারণ মানুষদের সতর্ক থাকাটা জরুরি। দিল্লির নিজামুদ্দিনের তাবলীগী মরকজ থেকে আসা লোকেদের ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। বাকি কয়েক জনকে খুঁজে বের করার কাজ চলছে বলে এদিন রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জানিয়েছেন তিনি।শনিবার উদ্ধব ঠাকরে জানিয়েছেন, গোটা মহারাষ্ট্রকে করোনা থেকে সুরক্ষিত রাখার কর্তব্য তার নিজের। আর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেই কর্তব্য পালন করে চলেছেন তিনি। সকল ধর্মের মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান লকডাউন পরিস্থিতিতে কোনও ধর্মীয় জমায়েত ও কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। রাজ্যে থাকা ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উদ্ধব জানান, রাজ্যের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জন্য দুই বেলা খাবার, প্রাতঃরাশ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের সন্তানদের দেখভালের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে এমন করা হয়নি বলেই দিল্লির মতো পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, করোনা মোকাবিলায় পৃথক হাসপাতাল খোলা হয়েছে। সর্দি, কাশি হলেও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়া উচিত। সারাদিন সবজি মান্ডি খোলা থাকবে। যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

পথের সারমেয়দের পেটপুজো করালেন বনমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): করোনা সংক্রমনের জেরে দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। বন্ধ দোকানপাট। ফলে উচ্ছিষ্ট তেমন মিলছে না। অনাহারে দিন কাটছে ওদের। ক্লান্ত অবসন্ন মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে ফাঁকা রাস্তার এপার থেকে ওপার। খিদে পেটে কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ভাবছে হয়ত ব্যস্ত রাস্তা কিভাবে এমন ফাঁকা হয়ে গেল। এই ওদের অর্থাৎ পথের সারমেয়দের খাবারের ব্যবস্থা করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট পার্ক সার্কাস সহ একাধিক জায়গায় গাড়িতে করে খাবার এনে রীতিমতো পেট ভরে খাওয়ালেন পথের সারমেয়দের।

ছয়ের পাতায়

সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ঘূর্ণিঝড়ে উলটে গেল যাত্রীবোঝাই নৌকা, মৃত কমপক্ষে ২৮

হোনিয়ারা, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : ওশেনিয়া অঞ্চলে নিউ পাপুয়া গিনির পাশে অবস্থিত সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে উলটে গেল একটি যাত্রীবোঝাই নৌকা। এর ফলে কমপক্ষে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ওই নৌকায় থাকা আরও অনেক মানুষ এখনও নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বিশ্বের ১৯৫টি করোনা আক্রান্ত দেশের তালিকায় নাম রয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জেরও। সেখানে করোনার সংক্রমণ রুখতে বিভিন্ন গ্রাম খালি করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। স্থানীয় সময় শনিবার সকালে পশ্চিম আরেয়ার দ্বীপের রাজধানী হনিয়ারা থেকে একটি নৌকা যাত্রীদের নিয়ে নিরাপদ জায়গা যাচ্ছিল। কিন্তু, কিছুটা পথ অতিক্রম করার পরেই হারল্ড নামে একটি ঘূর্ণিঝড়ের পাল্লায় পড়ে। এরপরই ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আছড়ে পড়েছিল ঘূর্ণিঝড় হারল্ড। এই বিষয়টি জানিয়ে ওই নৌকার চালককে যাত্রীদের নিয়ে যাতায়াত করতে বারণ করা হয়েছিল। কিন্তু, তিনি তা মানতে চাননি। একপ্রকার জোর করেই যাত্রীবোঝাই নৌকাটি নিয়ে যাত্রা শুরু করছিলেন। কিন্তু, কিছুটা যাওয়ার পরেই সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ও প্রচণ্ড হাওয়ার ফলে নৌকাটি উলটে যায়। এর ফলে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি নিখোঁজ রয়েছেন আরও অনেকে। তাই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চোখের পলক কেন ফেলি?

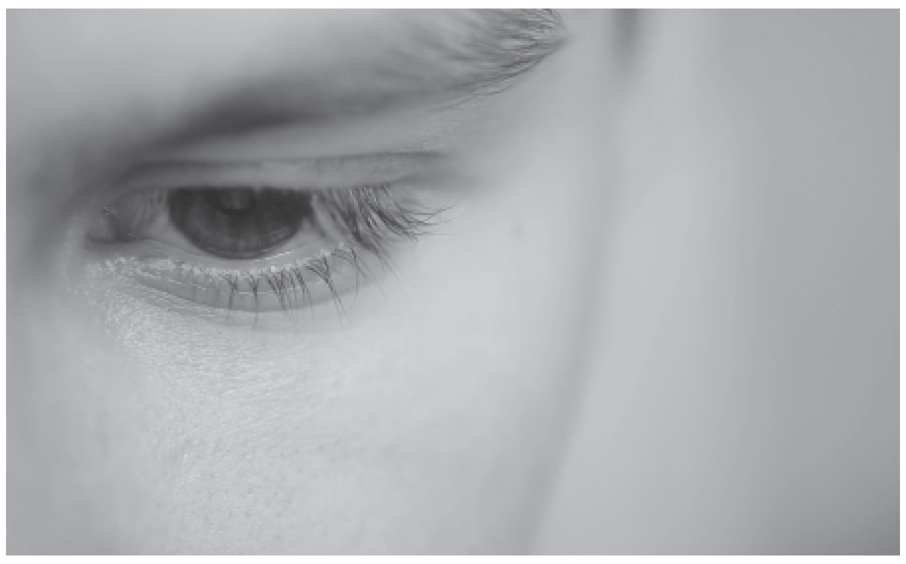

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিষ্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। ‘আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়” বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়।

তথ্য সমন্বয় করতে

একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে।

পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

৫ মিনিটেই ভ্যানিস করুন চোখের তলার কালি

চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়া। এ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা মেয়েদের। চোখের কোলে কালি এক মুহূর্তে নঠ করে দিতে পারে সমস্ত সৌন্দর্য। কিভাবে মুক্তি পাবেন এই চোখের কোলের কালি থেকে? শুধু মেয়েরাই নন, ছেলেরাও এখন ভুগছেন চোখের কোলের কালির সমস্যায়।

এই চোখের কোলে কালি পড়ে যাওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। সাধারণ আমরা ভেবে থাকি যে, ঘুম কম হওয়ার জন্য চোখের কোলে কালি পড়ে যায়। কিন্তু শুধু এই একটাই কারণ নয়। ডার্ক আই সার্কেল’ বা চোখের কোলে কালি পড়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। অ্যালার্জি, ডায়াবিটিস, অ্যানিমিয়া, অতিরিগু কাজের চাপ, এগজিমা, অতিরিগু ঘুম, প্রভৃতি এরকম অনেক কারণের জন্য চোখের কোলে কালি পড়তে পারে।

এমনকি খুব কাঁদলে কিংবা খাবারে বেশি পরিমাণে নুন কিংবা অতিরিগু পরিমাণে অ্যালকোহল বা ধূমপান করার জন্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়।

একবার চোখের কোলে কালি পড়ে গেলে তা কমানো খুবই কষ্টকর কাজ। বাজারে প্রচুর প্রোডাক্ট বিক্রি হয়। কিন্তু তাতে আপনি খুব একটা উপকার পাবেন না। কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে এমন একটি উপায়রয়েছে, যাতে খুব কম সময়ে আপনি চোখের কোলের কালিরমতো স্থায়ী সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনার বাড়িতে খাবার সোডা রয়েছে নিশ্চয়ই? তাহলে এক চামচ খাবার সোডা জলে গুলে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এবার সেই পেস্ট আপনার চোখের কোলে ভালো করে লাগিয়ে দিন। ৫ থেকে ১০ মিনিট সেই পেস্ট রেখে দিন। পেস্টটি শুকিয়ে গেলে একটা নরম কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে হালকা হাতে পেস্টটি তুলে দিন। এরকমভাবে কয়েকদিন বেকিং সোডা ব্যবহার করলেই দেখবেন আপনার চোখের তলার কালি ভ্যানিস হয়ে গিয়েছে।

অ্যালার্জি মুক্ত রাখলেও, দাঁতে নখ কাটা ভালো নয়

দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই রয়েছে। সাধারণত এটি একটি বদ অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে শিশুকাল দাঁত দিয়ে নখ কাটার কিছু সুফলও রয়েছে এমন মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যেসব শিশুরা দাঁত দিয়ে নখ কাটে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মুখে রাখে পরবর্তী জীবনে তাদের অ্যালার্জি হয় না।

ইউনিভার্সিটি অবওটাগো’র গবেষকরা ১৯৭২-৭৩ সালে জন্ম নেওয়া ১ হাজার ৩৭ টি শিশুর বড় হওয়ার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে এ মত দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দেওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ হাত থেকে আমাদের শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে। এর আগে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাপ্ত বয়সীরা দাঁত দিয়ে নখ কেটে থাকেন।

গবেষণায় উঠে এসেছে, ১৩ বছর বয়সীদের যাদের শিশুকাল থেকেএ দু’টি অভ্যাস রয়েছে তাদের ৩৮ শতাংশ সাধারণ অ্যালার্জি রয়েছে। অন্যদিকে ৪৯ শতাংশের কোনো অ্যালার্জি নেই। এর কারণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন গবেষক হ্যানকক্স। তিনি বলেন, এই অভ্যাসকে উৎসাহিত করার কোনো কারণ নেই। তবে যাদের শিশুকাল থেকে এই অভ্যাস রয়েছে তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এসব শিশুরা বড় হওয়ার পরে তারা অ্যালার্জি মুক্ত। এমনকি অ্যাজমা ধরনের রোগও তাদের কম হয় না।

শরীরের দুর্গন্ধ কমানোর কয়েকটি সহজ উপায়

গায়ে দুর্গন্ধ। চেনা পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছেই লজ্জায় ছোট হয়ে যেতে হয় যদি আপনার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। আর এই সমস্যা বেশিরভাগ মানুষের কাছেই একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কীভাবে শরীরের দুর্গন্ধ দূরকরবেন তার কিছু উপায় দেওয়া হল। সারাদিন রোদে গরমে থাকলে শরীর ঘেমে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণেই শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তবে এর আরও অনেক কারণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এটা জেনেটিকও। তবে ঘামের ফলে যে দুর্গন্ধ দেখা দেয় তা কমানোর উপায় রয়েছে। ১) রোজ ভালো করে স্নান করা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, শরীরের বেশ কিছু অংশে যেখানে ঘাম জমে কিন্তু শুকোতে পারে না, সেই সমস্ত স্থান রোজ ভালো করে পরিষ্কার রাখতে হবে। ২) স্নানের জন্য শুধু সাবানই যথেষ নয়। কোনও অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড, যা আপনার শরীরের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। ৩) খাবারের নিয়মের জন্যেও শরীরের দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে। তাইএমন খাবার খেতে হবে, থেকে শরীরে দুর্গন্ধ না হয়। ৪) ঘাম থেকে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়। আর সেই ব্যাকটেরিয়ার ফলেই শরীরে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। তাই যে যে স্তানে ঘাম জমে সেই স্থানগুলি শুকনো রাখতে হবে।

এইচ আই ভি কিভাবে সংক্রামিত

আমাদের রক্তে আছে লোহিত কণিকা বা প্রতিটি কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়, শ্বেতকণিকা যা প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলে আর রক্তরস কোষে পৌঁছে দেয় প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু, নানাবিধ রাসায়নিক নিঃসরণ ইত্যাদি। এছাড়াও রক্তরসে আছে বক্ততঞ্চনের উপাদান অনুচক্রিকা সংযোজক বাহিনী ইত্যাদি নানা উপাদান। শ্বেতকণিকার মধ্যে আবার গ্র্যানুলোসাইট, লিম্ফোসাইট, মোনোসাইট বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিভাগ আছে। অণুবীক্ষণের তলায় দেখা চেহারা অনুযায়ী এই নামকরণ। গ্র্যানুলোসাইট আর মোনোসাইটরা হোলো প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রাথমিক সৈন্যদল, এদের পদাতিক বাহিনীও বলা যায়। শরীরে অবাঞ্ছিতদের অনুপ্রবেশ ঘটলেই তাকে ঘিরে ফেলে খতম করতে চেষ্টা করে। মোনোসাইটরা আবার সেই যুদ্ধের জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতে সাহায্য করে। দেহের কোষ ও কোষমধ্যবর্তী স্থানে ম্যাক্রোফেজ (যা রাক্ষসের মত গিলে ফেলে) নামে বিশেষ শ্বেতকণিকা আছে, তারাও এই পদাতিক বাহিনীর অঙ্গ। শরীরে ফোড়া হলে জায়গাটা যে প্রথমে লাল হয়ে যায় তার কারণ রক্তে সেখানে পদাতিক বাহিনীকে নিয়ে গিয়েছে আর তারা জীবাণুকে ঘিরে ফেলছে। ফোড়া কেটে যে পুঁজ বেরোয় তা এই যুদ্ধে হত সৈনিকদের দেহ। লিম্পোসাইটরা হচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনীর মূল স্তম্ভ। পদাতিক বাহিনীকে অস্ত্র জোগানো, শত্রুর ওপর কামানের গোলা দাগা, বোমা ফেলা, রাসায়নিক বৃষ্টি ইত্যাদির মত এদের নানা কাজ। এদের আর একটা কাজ হচ্ছে অবাঞ্ছিতকে চিনে রাখা যাতে একবার কোনো জীবাণুর আক্রমণ হলে এরা তাকে কোন অস্ত্রে ঘায়েল করা যাবে তা জেনে রেখে দেয় আর পুনরাক্রমণ হলে গোড়াতেই সেই অস্ত্র প্রয়োগ করে। লিম্ফোসাইটের আবার দুটো ভাগ আছে। বি লিম্ফো আর টি লিম্ফো। বি-লিম্ফোরা রক্তে ক্ষতিকর বস্তু প্রবেশ করলেই তাকে বা তার কোনো একটা অংশকে অমিত্র বা অ্যান্টিজেন বলে চিহ্নিত করে, আর তার বিরুদ্ধে অমিত্রসূদন বা অ্যান্টিবডি ইম্যুনোগ্লোবিউলিন তৈরি করে। ইম্যুনোগ্লোবিউলিনের আবার নানা শ্রেণিবিভাগ আছে যারা বিশেষ ধরনের কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের বি লিম্ফো বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে বিভন্ন ধরনের অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা সেই শত্রুকে ঘায়েল করতে সাহায্য করে। অনেক অ্যান্টিবডি আবার শুধুই জানান দেয় যে শরীরে অবাঞ্ছিতদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এদের উপস্থিতি রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। যেমন ঘটে এইচ আই ভি’র বেলায়। টি লিম্ফোদের বলা যায় প্রতিরোধ সেনাধ্যক্ষ। এরা থাকে রক্তে আর লসিকা ও লসিকা গ্রন্থিতে। এরা বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে নানারকম রাসায়নিক ইত্যাদি নিঃসরণের মাধ্যমে শত্রু নিবারণে সাহায্য করে। এদেরও নানা শ্রেণি বিন্যাস আছে আর কাজকর্মও নানা ধরনের। কারো কাজ বি-লিম্ফোকে উজ্জীবিত করে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করা, কারো কাজ পদাতিক বাহিনীকে সাহায্য জোগানো যেন তারা শত্রুকে নিঃশেষ করতে পারে। কারও কাজ সমস্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উজ্জীবিত করা। এই শ্রেণির কোষদের বলা হয় সহায়ক, উজ্জীবক টি কোষ। আবার একদল আছে যারা শত্রুকেচিনে রাখে যেন দেখলেই তূর্যনাদে প্রতিরোধ বাহিনীকে সজাগ করে দিতে পারে।

এছাড়াও রক্তরসে আছে প্রতিরোধের সংযোজন বাহিনী, এদের বলা হয় কমপ্লিমেন্ট এদের নানা শ্রেণিবিভাগ আছে নানা ধরনের কাজের জন্য। এক নিজেদের মধ্যে আর প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রতিরোধকে মাইক্রোলিটারে থাকে ১০০০-২০০০টি। এরাই টি লিম্ফো, বি লিম্ফো আর পদাতিক বাহিনীকে উজ্জীবিত করে। তাই এদের সহায়ক, উজ্জীবক কোষও বলা হয়। এদের তুলনা করা যেতে পারে কোনো অর্কেস্ট্রার পরিচালকের সঙ্গে। পরিচালক যেমন বেটন ঘুরিয়ে নির্দেশ দেন কখন কোন কোন যন্ত্র বাজবে আর কখনই বা সমবেত দূরে বাজবে যাতে সংগীতের পূর্ণ প্রকাশ হয়, সিডি৪+ টি কোষেরাও ঠিক সেইভাবেই প্রতিরোধ ব্যবসথার বিভিন্ন অঙ্গকে পরিচালনা করে সুসংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এইচ আই ভি সিডি৪+ সহায়ক উজ্জীবক টি কোষগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে। ভাইরাস কোষের মধ্যে প্রবেশ করে প্রজনন নির্দেশক পদার্থের সঙ্গে মিশে যায় আর কোষটিকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে এবং সেই কোষের মধ্যেই বংশবৃদ্ধির ফলে সেই কোষটি ধ্বংস হয় আর ভাইরাসেরা শুধু যে কোষে প্রবেশ করে তাকেই ধ্বংস করেনা, কাছাকাছি অন্যান্য টি কোষগুলিকেও (যাদের মধ্যে ভাইরাস প্রবেশ করেনি) ধ্বংস করে।

ফলে ক্রমশ টি কোষের সিডি৪+ সংখ্যা কমতে থাকে। টি কোষের সংখ্যাল্পতার ফলে বি কোষগুলি ঠিকমতো অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে না। ফলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে আর শরীর সহজেই নানারোগের শিকার হয়। বিশেষ করে কিছু সুযোগ সন্ধানি জীবাণু ছত্রাক ও এককোষী জীবাণু আছে যারা সাধারণত শরীরের ক্ষতি করতে পারে না তারা এই সুযোগে ঢুকে পড়ে নানা রোগের সৃষ্টি করে। এইসব রোগের আক্রমণ থেকে এবং সেই সঙ্গে যদি কোন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার বা ঘটনার ইতিহাস থাকে তবে এইচ আইভি সংক্রমণের কথা সন্দেহ করাযায়।

প্রতিদিন কিভাবে আপনার ক্যালরি পোড়ানোর সহজ উপায়

ব্যায়াম করতে আলসেমি লাগে! বরং দৈনন্দির কাজের মাঝেই শরীরের মেদ ঝরানোর চেষ্টা করতে পারেন।

নড়াচড়া করুন ঃ ঘরের ছোটখাটো কাজ যেমন বোতলে জল ভরা, ঘর গোছানো, খাবারের প্লেট বা গ্লাস পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ করুন। ফোনে কথা বলার সময় হাঁটাহাঁটি করুন। সম্ভব হলে ঘর মুছুল বা কাপড় ধুয়ে ফেলুন। এতে ওজনও কমবে হাতের কাজও গোছানো হয়ে যাবে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠুন ঃ উপরের তলায় ওঠার সময় লিফ্ট বাদ দিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করুন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় পায়ের মাংসপেশীর ব্যায়াম হয়। এছাড়া ক্যালরিও পুড়ে। তাই প্রতিদিন সিঁড়ি সিঁড়ি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

মোবাইলে ওালার্ম দিয়ে রাখুন ঃ একটানা বসে কাজ করার ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে কিছুটা হাঁটাহাঁটি করা দরকার। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন। আধা ঘন্টা বা ৪৫ মিনিট পর পর অফিসে বা ঘরের মধ্যেই হালকা হাঁটাহাঁটি করে নিন।

রাতে ঘুমান জলদি ঃ অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে শরীরে বাড়তি চর্বি জমতে শুরু করে। আমেরিকান জার্নাল অফ এপিডেমিওলজি’তে প্রকাশিত ১৬ বছর ধরে করা এক গবেষণায় দেখা যায়, যারা দিনে সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমায় তাদের ওজন বাড়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম থাকে। অন্যদিকে যারা দিনে পাঁচ ঘন্টা বা তার কম ঘুমিয়ে থাকেন তাদের মুটিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

পায়ের কান্তি দূর করতে

ক্লান্ত পা জোড়াকে আরাম দিতে কুসুম গর জলে ডুবিয়ে রাখা বেশ সহজ ও আরামদায়ক পদ্ধতি। আর এই কাজের জন্য বাড়তি সময় বের করে পার্লারে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। পা ডুবিয়ে রাখা জলের মিশ্রণ তৈরি করতে প্রয়োজন হবে - একটি বড় পাত্র, কিছু কাচের মার্বেল, আধা কাপ ইপসম লবণ, ল্যাভেন্ডার বা গোলাপের এসেশিয়াল অয়েল, কয়েকটি ভিটামিন ই ক্যাপসুল এবং কুসুম গরম জল।

পদ্ধতি ঃ ভারতীয় ত্বক বিশেষজ্ঞ ডা. অপর্না সাঁথানাম পুরো প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেন। প্রথমে একটি কয়েকটি মার্বেল নিয়ে পাত্রে কুসুম গরম জল ঢালতে হবে। এবার জলে এপসম লবণ, দুটি ভিটামিন ই ক্যাপসুল এবং কয়েক ফোটা এসেনশিয়াল তেল মিশিয়ে নিন। এবার জলে পা ভিজিয়ে রাখুন। মার্বেলের উপর পা রেখে সামনে পিছনে ঘষতে থাকুন। মার্বেল পায়ের তলার মাংসপেশী শিথিল করবে। বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পর জল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পা উঠিয়ে নিন। তারপর ভালোভাবে মুছে শুকিয়ে নিন। এবার পায়ে ভালোমানের ময়েশ্চারাইজার মাখুন।

এই প্রক্রিয়ায় পায়েড কান্তি দূর হবে এবং জলে পা ডুবিয়ে রাখার ফলে মৃত কোষ এবং ময়লাও উঠে আসবে। সপ্তাহে দুতিন দিন এই পদ্ধতি অনসরণ করা যেতে পারে।

লকডাউনের নিয়ম ভেঙে বাড়ির বাইরে আসতেই গুলি চালাল নাইজেরিয়ার সেনা

লাগোস, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : নাইজেরিয়ার ওয়ারি শহরে সরকারি নিয়ম ভেঙে লকডাউনের সময় বাড়ির বাইরে আসতেই গুলি চালাল নাইজেরিয়ার সেনা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। ঘটনা স্থানীয় বাসিন্দা জোসেফ পেসুকে পরে সনাক্ত করা হয়েছে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রুখতে নাইজেরিয়া সরকার অন্যান্য দেশের মতো লকডাউন চালাচ্ছে। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, নিয়ম মেনে ঘরে থাকতে হবে। শনিবার ওয়ার্লর্ডোমিটার জানিয়েছে, এই দেশে করোনায় মৃত ৪ জন, সংক্রামিত দুশো জনের বেশি। দেশটির বিভিন্ন শহর লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।নাইজেরিয়ার যে ডেলটার ওয়ারি শহরে লকডাউন চলছিল। এর মাঝে সরকারি হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বের হওয়ায় জোসেফ পেসুককে গুলি করে মেরে ফেলে সেনাবাহিনি। এই ঘটনার পর শহরটিতে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। রাস্তায় নেমে স্থানীয় যুবকরা বেশ কিছু গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রসঙ্গত সম্প্রতি কেউ লকডাউন ভেঙে রাস্তায় বেরোলেই গুলি করা হবে, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন ফিলিপাইনসের প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্তে। তবে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়িত হল সুদূর নাইজেরিয়ায়।

অসমে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২৫, গুয়াহাটিতে প্রথম সংক্রমিত ব্যক্তির নেই তবলিগি-যোগ

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে কোভিড-১৯ পজিটিভ সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৩। বৃহস্পতিবার তিন এবং শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রথমে চারজনকে সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০-এ। কিন্তু রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সংখ্যা এক ধাক্কায় ২৪ এবং আজ শনিবার সকালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৫-এ। এর মধ্যে একজন গুয়াহাটির বাসিন্দা। আক্রান্ত ২৫ জনের মধ্যে ২৪ জন দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজ তবলিগ-ই জামাত-ফেরত। গত ৩১ মার্চ রাজ্যে সর্বপ্রথম আক্রান্তের তালিকায় নাম আসে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরের ৫২ বছর বয়সি মুফতি জামাল উদ্দিনের।

এদিকে অসমের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৫ জন ছাড়া দিল্লিতে রাজ্যের আরও চারজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভের হদিশ পাওয়া গেছে। তাঁদের দিল্লিতেই চিকিৎসা চলছে।

আজ সকালে কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জনৈক বাবুল আলি। বাবুলও দিল্লির নিজামুদ্দিন মরকজ জামাতের অংশগ্রহণকারী। জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এছাড়া করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন গুয়াহাটির বাসিন্দা মণীষ তিবড়েওয়াল। জু-রোডে বিশাল আবাসন স্প্যানিশ গার্ডেনের বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে অবশ্য তবলিগি-যোগ নেই। তবে তিনি দিল্লি থেকে ১ মার্চ গুয়াহাটিতে এসেছেন। দিল্লি থেকে আসার পরও তাঁর শরীরে করোনার কোনও লক্ষণ ছিল না। ইত্যবসরে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে মেলামেশাও করেছেন। ইতিমধ্যে শারীরিক কিছু উপসর্গ দেখা দিলে নিজেই নিভৃতবাসে (কোয়ারেন্টাইন) চলে গিয়েছিলেন। গতকাল গভীর রাতে তাঁর স্যাম্পল পরীক্ষার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। এর পর রাত ১০:৪৭ মিনিটে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে লিখেছেন, গত দু সপ্তাহে আমার সংস্পর্শে যতজন এসেছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনে চলে যান। মণীষ তিবড়েওয়াল দিল্লির নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ না করলেও অন্য কারোর সংস্পর্শে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯ বাসা বেঁধেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুকথা, শীর্ষেন্দু-তনয়ার বিরুদ্ধে ডায়েরি নিতে পুলিশের অনীহার অভিযোগ

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিযোগ নিতে প্রাথমিক আপত্তি জানাল পুলিশ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কন্যা দেবলীনার বিরুদ্ধে এই আপত্তিকর মন্তব্যের দায়ে শ্যামপুকুর থানায় এই ডায়েরি করতে যান বিজেপি যুব মোর্চার জাতীয় সম্পাদক সৌরভ শিকদার এবং আইনি পরামর্শদাতা ব্রজেশ ঝা।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কন্যা দেবলীনা মুখোপাধ্যায় শুক্রবার সন্ধ্যায় ফেসবুকে লেখেন, “আমার মা বললেন মোমবাতি জ্বালিয়ে মোদীর দাড়িগুলি পুড়িয়ে দিলে কেমন হয়?” রঙিণ পটে বড় হরফে এই লেখার পর চারটি স্মাইলি। এরপর বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদ সত্বেও সেই পোস্ট শনিবার বিকেল পর্যন্ত তিনি প্রত্যাহার করেননি।

সৌরভবাবু’ হিন্দুস্থান সমাচারকে’ বলেন, “আমরা ঘোষণা করে থানায় গিয়েছিলাম লিখিত অভিযোগ জানাতে। ওসি ডায়েরি নিতে অস্বীকার করেন। বলেন, ওপরমহলের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা ওনাকে বললাম, প্রয়োজনে কথা বলুন। কারণ, সামাজিক মাধ্যমে এই পোস্ট অনেকের মনে আঘাত দিয়েছে। ওসি আমাদের বলেন লালবাজারের সাইবার ক্রাইম শাখায় ডায়েরি করুন। একবার বলেন, সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করুন আমরা যে ভাবেই হোক লিখিত অভিযোগ করব।

এক টাকাও কর্তন হবে না অসমের সরকারি কর্মচারীদের বেতন, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে এক টাকাও কাটা হবে না। সামান্য বিলম্বে হলেও আগামী ৯ এপ্রিল বেতনের সব টাকা পেয়ে যাবেন কর্মচারীরা। শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মচারীদের এই সুখবর শুনিয়েছেন রাজ্যের অর্থ, স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানান, দেশের বহু রাজ্য তাদের কর্মচারীদের বেতন কেটেছে দেখে প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল অসমের মোট প্রায় পাঁচ লক্ষ কর্মচারীর বেতন কেটে কোভিড-১৯-এর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যয় করা হবে। কিন্তু প্রাথমিক এই ভাবনা কার্যকর না

ছয়ের পাতায়

আমেরিকায় ২৪ ঘণ্টায় করোনায় নিহত ১৪৮০

ওয়াশিংটন, ৪ এপ্রিল (হি. স.): মারণ রোগ করোনা ভাইরাসের দাপটে জেরবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সে দেশে মৃত ১৪৮০। যা এখনো পর্যন্ত কোনও দেশে একদিনের মৃত্যুর নিরিখে সর্বাধিক। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৭৬, ৫০০। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে সেখানে বাড়ানো হয়েছে সেনার ক্ষমতা।

স্থানীয় প্রশাসনের সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত নিউইয়র্কে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৬২ জনের। অর্থাৎ সেখানে প্রতি আড়াই মিনিটে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনো পর্যন্ত ৭৪০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে নিউইয়র্কেই নিহত ৩০০০ ।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখেরও বেশি। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন দেশজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ এখনো জানা নেই। তাই সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বাড়ানো হল। নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো জানিয়েছেন, যে সকল হাসপাতালে ভেন্টিলেটরের প্রয়োজন কম। সেখান থেকে ভেন্টিলেটার নিয়ে সেই সকল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে এর প্রয়োজনীয়তা বেশি। অন্যদিকে উত্তর ও দক্ষিণ ডাকোটা, নেব্রাস্কা মতো রাজ্য গুলিতে লকডাউন সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

নিজামুদ্দিন মার্কাজের ঘটনায় আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি এবিভিপি-র

কলকাতা, ৪ এপ্রিল হি. স.) : দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজের আয়োজক এবং সেই সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের বিরুদ্ধে আইনী এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থার দাবি তুলল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। এই ঘটনা ১৩০ কোটি ভারতবাসীকে মারাত্মক বিপদের সামনে ঠেলে দেওয়ার সামিল বলে অভিযোগ এবিভিপি-র ।এবিভিপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক কুমারী নিধি ত্রিপাঠি বলেছেন, “নিজামুদ্দিনের এই ধর্মীয় সভার পর থেকেই দেশে এক ধাক্কায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। ফলে দেশের পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হতে চলেছে। ধর্মীয় সভায় উপস্থিতদের সকলকে স্ব-বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এবং তা একপ্রকারভাবে নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু কিছু বামপন্থী ও অন্যান্য ধর্মান্ধ ছাত্র-সংগঠন এই ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক রঙ দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। যা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং পরিস্থিতিকে হয়ত আরও খারাপ করে তুলবে। এখন সাম্প্রদায়িকতাকে দূরে সরিয়ে মানবিকতার খাতিরে একজোট হয়ে লড়াই করতে হবে।’

এবিভিপির দাবি, প্রতিটি প্রতিনিধি যারা এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিকারীকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি তাদের সকলকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আটক করা হোক। দুই সপ্তাহ আগে দিল্লির নিজামুদ্দিন মার্কাজের ধর্মীয় সমাবেশে ভারত এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। একসঙ্গে এক জায়গায় অনেক বিদেশীর উপস্থিতি অপরাধমূলক এবং এক্ষেত্রে ভিসা নীতিও লঙ্ঘন করা হয়েছে। ভিসাগুলি শুধুমাত্র ভারতে পর্যটক হিসেবে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কোনও ধর্মপ্রচার কিংবা ধার্মিক ভাষণ দেওয়ার জন্য নয়। ধর্মীয় সভা শেষ হওয়ার তিন দিন পরেও এক জায়গায় অতিরিক্ত বিদেশীদের উপস্থিতি একাধারে সোশ্যাল ডিসটেন্সকে লংঘন করা হয়। তেমনই অন্যদিকে ধর্মীয় সভার উদ্যোক্তাদের অবহেলা, অবজ্ঞা এবং পরিকল্পিত অপরাধকেও সামনে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে দিল্লির তাবলীগ জামাতের অংশগ্রহণকারীদের লালারস পরীক্ষা করা হলে বেশিরভাগই করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় এবং তাদের অনেক নিকটাত্মীয়ও আজ এই জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়েছেন ।এই সমস্ত কারণে করোনা ভাইরাস নামক মারাত্মক সংক্রমণকারী জীবাণু আজ সারা দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই কঠিন সময়ের মধ্যেও তথাকথিত বাম ছাত্র সংগঠনগুলো আবার নৈতিকতা হারিয়ে নোংরা নীতি গ্রহণ করেছে। তারা আজ দেশের সকল নাগরিককে সমূহ বিপদের সামনে ফেলে দেওয়া সেইসকল দোষী ধর্মীয়সভার আয়োজকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই অবৈধ জমায়েতকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে। এছাড়াও এই ঘটনাকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত করার একপ্রকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এবিভিপি বাম ছাত্র সংগঠনের এইরূপ প্রয়াসকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা জানায় ।এছাড়াও কিছু মৌলবাদী সংগঠনও অনুশাসন মানছে না। বিপরীতে করোনায় আক্রান্তদের উদ্ধার করতে গেলে চিকিৎসক , স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশের উপর পাথর ছুড়ে আক্রমণ করছে ।আবার মৌলবাদীদের এই জঘন্য আচরণকে দেশেরই বেশ কিছু ছাত্র সংগঠন যেভাবে সমর্থন করছে তা শুধু উদ্বেগের নয় যথেষ্ট চিন্তারও বটে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বানকে কটাক্ষ সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় জন মানসে ঐক্যবদ্ধতা দেখানোর জন্য এই রবিবার রাত ৯ টার সময় প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপশি ওইদিন রাত্রি ৯ টার সময় ৯ মিনিট ধরে বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়ারও কথা বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বানকে শনিবার কটাক্ষ করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। তার কথায়, প্রদীপ জ্বালালেই কি করোনা রোধে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে বা নেবে তা কি জানতে পারা যাবে।

শনিবার নিজের টুইট বার্তায় বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, ঘন্টা বাজালাম, প্রদীপ জ্বালালাম, মোবাইলের ফ্লাশ লাইট জ্বালালাম। প্রধানমন্ত্রী জানানো উচিত করোনা রোধে এখন পর্যন্ত কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং নতুন আরও কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রদীপ জ্বালালে কি এই সবই জানা যাবে।

অপর এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কপিল সিব্বল লিখেছেন, সরকারের পদক্ষেপ থেকে জানা যাচ্ছে না যে, করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসকদের সুরক্ষা, গরিবদের জন্য খাদ্য, ঠিকা শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সব কিছুর জন্য প্রদীপ জ্বালানো কি অর্থ বহন করে থাকে। যদি অনর্থক হয়। তবে প্রদীপ জ্বালানো নিছক কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়।

জরুরি পরিষেবা ১০৪ এবং ১০৮-এর কর্মচারীদের ৫০ লক্ষ টাকার বিমা ঘোষণা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিল (হি.স.) : চিকিৎসা পরিষেবায় নিয়োজিত ১০৮ এবং ১০৪-এর কর্মচারীদের ৫০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা দেবে রাজ্য সরকার। ১০৮-এর ড্রাইভার এবং ইএমটি কর্মচারীদের দেওয়া হবে এই টাকা। শনিবার ঘোষণা করেছেন অসমের স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করে মন্ত্রী আরও জানান, আগামী ৩ মাস পর্যন্ত ১০৮ পরিষেবায় নিয়োজিতদের ১ হাজার করে সরকার অতিরিক্ত টাকা প্রদান করবে।

মন্ত্রী জানান, কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের সঙ্গে সংগ্রামে নিয়োজিত কর্মরত ডাক্তারদের আগামী ৭ দিন কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে। এছাড়া নার্স এবং সাফাই কর্মীদের কোয়ারেন্টাইনে যেতে হবে ১৪ দিনের জন্য। তাঁদের নিজের ও পরিবার এবং সমাজের অন্যদের সুস্থ রাখার তাগিদে এই ব্যবস্থা নেওয়া খুব জরুরি।

গরিবদের খাদ্যাভাব দূর করার উদ্যোগ নেওয়ায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রশংসায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে অভুক্তদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য ফিডিং ইন্ডিয়া নামে একটি সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং।

শনিবার নিজের টুইট বার্তায় রাজনাথ সিং লেখেন, লখনউতে দিনমজুর, গরিব, অভুক্তদের খাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছে ফিডিং ইন্ডিয়া নামে সংস্থাটি। ওই খাবারের প্যাকেটে একাধিক রকমের খাবার রয়েছে। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

নিজের টুইট বার্তায় তিনি আরো লেখেন, ফিডিং ইন্ডিয়া নামক সংস্থাটি খাদ্যাভাব, অপুষ্টি ও খাদ্যের অপচয় রোধে করতে কাজ করে চলেছে। এখন তারা গরিবদের কাছে খাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছে। যাতে একাধিক রকমের খাবার রয়েছে। এই সংস্থার সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই।

বাঁকুড়ায় লকডাউনের নিয়ম অমান্য করে রাস্তায় ভিড়, মোকাবিলায় পুলিশ

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় দেশ জুড়ে লকডাউন জারি করা হলেও সকাল থেকেই বাজারে, রাস্তায় ভীড় লক্ষ্য করা গেছে।প্রথম দিকে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নিতে জনসাধারণ একটু সচেতন ছিল কিন্তু পুলিশ একটু ঢিলে দেওয়ার সুযোগে বেশ কিছু দোকানদার তাদের দোকান খুলে বসে এবং মানুষ রাস্তায় বেড়িয়ে ভিড় বাড়াতে থাকেন। দেখাদেখি আরো কিছু দোকানদার দোকান খুলে দেয়, কিছু মিষ্টির দোকান ও সারাদিন খুলে রাখতে শুরু করে।কিছু মানুষের এই বেপরোয়া মনোভাব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন সমাজের সবস্তরের মানুষ।পুলিশি উদাসীনতার অভিযোগ ওঠে।পরিস্থিতি দেখতে জেলা পুলিশ সুপার স্বয়ং বাজারে বের হন, বিভিন্ন বাজার এলাকা পরিদর্শন করে কড়া হাতে মোকাবিলার ব্যবস্থা নেন।দেখা যায় শুক্রবার বিকাল থেকে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

মাচানতলা মোড়, রানীগঞ্জ মোড়, ভৈরবসান, কাটজুড়িডাঙ্গা, লালবাজার, সতীঘাট প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক পুলিশি মোতায়েন করা হয়।পথ চলতি মানুষকে বাড়ি ফিরে যাবার নির্দেশ থেকে শুরু করে ওষুধের দোকানের ঠিকানা জানিয়ে দিচ্ছেন পুলিশি। সেই সঙ্গে তারা লকডাউন অমান্যকারী দোকানদার ও মানুষদের আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী তুলেছেন। জনৈক এক ব্যক্তি

ছয়ের পাতায়

কালোবাজারি রুখতে মাস্ক-স্যানিটাইজার মজুত রাখার পরিমাণ বেঁধে দিল স্বাস্থ্য দফতর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা সংক্রান্ত খবর প্রকাশ্যে আসতেই স্যানিটাইজার নিয়ে শুরু হয়েছে কালোবাজারি। সুযোগ বুঝে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের দাম আকাশছোঁয়া করে দিয়েছে বিক্রেতারা। তবে এবার এই কালোবাজারি রুখতে মাস্ক ও স্যানিটাইজার মজুত করার পরিমাণ বেঁধে দিল রাজ্য সরকার। পরিমাণ বেঁধে দিয়ে মহামারী আইনের অধীনে এক নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। নির্দেশ না মানলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ওই নির্দেশিকায়।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, এন৯৫ মাস্ক এর ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতারা একসঙ্গে ১০০টি মাস্ক সংগ্রহ করতে পারবেন। পাইকারি বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি থাকবে একহাজারের মধ্যে। ত্রি-স্তরীয় মাস্ক এর ক্ষেত্রে খুচরো বিক্রেতারা সর্বাধিক ২০০ এবং পাইকারি বিক্রেতারা সর্বাধিক ৩ হাজারের বেশি মাস্ক মজুত করতে পারবেন না। এছাড়া খুচরো বিক্রেতারা সর্বাধিক দুশো এবং পাইকারি বিক্রেতারা সর্বাধিক ৩ হাজার টু প্লাই মাস্ক মজুত করতে পারবেন।

অন্যদিকে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ক্ষেত্রে, খুচরো বিক্রেতারা সর্বাধিক ৫ লিটার এবং পাইকারি বিক্রেতারা সর্বাধিক ১০০ লিটার স্যানিটাইজার মজুত করতে পারবেন। নির্দেশিকায় দেওয়া পরিমাণের বেশি যদি কোন খুচরা পাইকারি বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট দ্রব্য মজুত রাখেন তাহলে সে ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

মোমবাতি বিতর্কে বামেদের একহাত তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোমবাতি জ্বালানোর আবেদনকে বামেদের ব্যাঙ্গের প্রেক্ষিতে টুইট করলেন মেঘালয়ের রাজ্যাপল তথাগত রায়। এর আগে সিপিএমের আইনজীবী নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর মন্তব্য নিয়েও হয়েছে টুইট বিতর্ক।

তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, “উনিশশো আশির দশকে, যখন কলকাতায় দিনে পাঁচ-ছঘন্টা বিদ্যুৎ থাকতো, আর কমরেড অশোক মিত্র (কালো) চেঁচাতেন “রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা চাই”, তখন চালু রসিকতা ছিল, “রাজ্যের হাতে অধিক মোমবাতি চাই”উ এখন হঠাৎ কমরেডদের মোমবাতিতে বিতৃষ্ণা কেন ?

বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য টুইটে লিখেছেন, “আমার আশঙ্কা মোমবাতি তৈরি বরাত কোনও আরএসএস ভক্ত পেয়েছেন। তাই প্রচারক মোদি মোমবাতি বিক্রির দায়িত্ব নিয়েছেন। এই ফেরিওয়ালা ভূমিকা ভারতবাসীর করোনা যুদ্ধকে পরিহাস করছে। চিকিৎসকদের কথা শুনুন। ফেরিওয়ালার কথা নয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। দরিদ্র ভারতবাসীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের উপর চাপ রাখুন।“এর প্রেক্ষিতে অপর এক জাতীয়তাবাদী কর্মী মনোজ বিশ্বাস টুইটে লিখেছেন, “তাহলে ধরে নিতে হবে এরা মূর্খ। কারণ এই মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিল করা এরাই শিখিয়েছে দেশকে। এতদিনে বুঝলেন মোমবাতি তৈরীর কারখানাগুলো আরএসএস দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বার্তা তিনি ইন্ডিয়া ফাইটস করোনা ভাইরাস, তথাগত রায়, অনির্বাণ গাঙ্গুলি প্রমুখকে ট্যাগ করেছেন।

রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪৯, জানালেন মুখ্য সচিব

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১১জন। সেই অনুযায়ী এখন রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯। গত ২৪ ঘন্টা রাজ্য সরকারি হিসাব অনুযায়ী কেউ মারা যায়নি। শনিবার নবান্নে এই তথ্য দেন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা। একই সঙ্গে তিনি জানান, করোনা মোকাবেলায় রাজ্যে সাতটি পরীক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচটি সরকারি হাসপাতালে এবং দুটি বেসরকারি হাসপাতলে তৈরি করা হয়েছে।

এদিন মুখ্য সচিব বলেন, নতুন করে আক্রান্ত ১১ জনের মধ্যে কালিম্পং-এর করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত মহিলার পরিবারের ৬ জন রয়েছেন। বাকি পাঁচজন রয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৪০ জনের টেস্ট করা হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্য সরকার ৫০ হাজার মাস্ক বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে এদিন বলেন মুখ্য সচিব। জানান, ১৩ হাজার ৫০০টি পিপিই পোশাক পাঠানো হয়েছে রাজ্যে সেগুলি প্রয়োজনমতো বিতরণ করে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যে মোট ৫৯ টি করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রস্তুত করা হয়েছে। তা রমধ্যে কলকাতায় ৪ টি এবং অন্যান্য জেলায় ৫৫ টি অবস্থিত। রাজ্যজুড়ে ৫১৬টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন ৫২ হাজার ৮০ জন। হোম কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্ত হয়েছেন ৩ হাজার ৩৬জন। সরকারি কোয়ারেন্টাইন থেকে মুক্ত ৩হাজার ৩৮৫ জন।

অন্যদিকে, এদিন চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরী জানান, বেলেঘাটা আইডি তে যে ২৪জন রোগী ভর্তি ছিলেন তাদের মধ্যে চারজনকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি ৫ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে কিন্তু তাদের বাড়ির পরিজন দের এখনো সংক্রমণ থাকায় তাদের ছাড়া হচ্ছে না। ওই চিকিৎসক আরও দাবি করে বলেন যে দুজন অন্যান্য অসুখ নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তাদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল। এমনকি বেলেঘাটা আইডি তে এখন যে কজন ভর্তি রয়েছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে তাদের প্রত্যেকের অবস্থাই উন্নতির দিকে।কারোর অবস্থাই আশঙ্কাজনক নয়। এই ২৪জনকে ন্যূনতম ওষুধ দিয়ে ভালো করে দেওয়া গেছে বলে দাবি করেন অভিজিৎবাবু। পাশাপাশি সতর্ক করে তিনি বলেন আগামী দু সপ্তাহ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তখন আক্রান্তের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে পারে তবে সেটা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করার কিছু নেই।

সল্টলেকেও করোনার থাবা জল্পনা ৩ জনকে ঘিরে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়টি নিয়ে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু শুক্রবার রাতের দিকে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে সল্টলেকের তিনজন বাসিন্দা নভেল করোনায় আক্রান্ত।

যে তিনজনকে ঘিরে এই জল্পনা ছড়িয়েছে তাঁদের একজন করুণাময়ী হাউসিংয়ের বাসিন্দা। বাকি দুইজনের একজন ইই ব্লকের বাসিন্দা অন্যজন ডিএল ব্লকের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, এই ৩জনের মধ্যে দুইজন এখন ভর্তি রয়েছেন বেলেঘাটার কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ও বাকি একজন সল্টলেকের ব্রডওয়ের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, তাঁদের করোনার প্রাথমিক রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে সরকারিভাবে এখনও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

করুণাময়ীতে যিনি থাকেন তিনি পেশায় ব্যাঙ্ক কর্মী। ইই ব্লকের যিনি বাসিন্দা, তিনি কর্মসুত্রে থাকেন হলদিয়াতে। সেখান থেকে অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছেন এখানে এসে। আবার ডিএল ব্লকের বাসিন্দা প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিকের স্ত্রী। জানা গিয়েছে এই তিনজন ব্যক্তির নিকটজনদের কয়েকজনকে ইতিমধ্যেই আইসোলেশানে অথবা কোয়ারেইন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

লকডাউন না মানলে জনগণকেই ফল ভুগতে হবে : রাজ ঠাকরে

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে মারণ করোনাভাইরাস। রীতিমতো আতঙ্কিত দেশবাসী। সংক্রমণ ও মৃত্যু রাতারাতি অনেকটাই বাড়ছে। করোনার প্রকোপে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। লকডাউন লাগু থাকা সত্বেও, মানুষের মধ্যে কোনও হেলদোল নেই। লকডাউন উপেক্ষা করেই বাজারে ভিড় বাড়াচ্ছেন মানুষজন। এমতাবস্থায় মহারাষ্ট্র নবনির্মান সেনার সভাপতি রাজ ঠাকরের মন্তব্য, ”লকডাউন না মানলে জনগণকেই ফল ভুগতে হবে।”

জনগণের কাছে কঠোরভাবে লকডাউন মেনে চলার আবেদন জানিয়ে শনিবার রাজ ঠাকরে বলেছেন, ”এই সময় লকডাউন চলছে। কিছু মানুষ পুলিশ এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছেন। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সরকারের। লকডাউনের জন্য অনেকে ঘরে বসে আছেন, অনেকে আবার লকডাউন মানছেনই না। লকডাউন না মানলে জনগণকেই ফল ভুগতে হবে।” একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রদীপ প্রজ্বলন আহ্বানকে কটাক্ষ করেছেন রাজ ঠাকরে।

সময় নিয়ে শিক্ষক-অভিভাবকদের মতভেদে আপাতত স্থগিত ভার্চুয়াল ক্লাস

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): লকডাউনের মধ্যে যাতে পড়াশোনা করা যায় তার জন্য দূরদর্শনের মাধ্যমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু আপাতত এই সিদ্ধান্তকে স্থগিত করল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন অভিভাবক ও শিক্ষকদের ক্লাস করানোর সময় নিয়ে একটা মত ভেদ তৈরি হয়েছে যার জন্য আপাতত স্থগিত থাকছে ওই পরিকল্পনা। তবে শিক্ষামন্ত্রী বাংলার শিক্ষা পোর্টালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন বিষয় হোম টাস্ক দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। স্কুল খুললে পড়ুয়ারা সেই হোমটাস্ক স্কুলের শিক্ষকদের দেখাবে বলেও ঘোষণা করে করেছিলেন তিনি। এই ঘোষণার কথা অবশ্য বহাল থাকছে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে শিক্ষামন্ত্রীর জানিয়েছিলেন লকডাউনের সময় যাতে পড়াশোনা স্বাভাবিক ছন্দে চলতে পারে সেই কারণে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়াদের ডিজিটাল ভাবে ক্লাস করানো হবে। দূরদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষকরা ক্লাস নেবেন পড়ুয়াদের। সেই মত ৭ থেকে ১৩এপ্রিল পর্যন্ত দূরদর্শনের টাইম স্লট নেওয়ার কথা ছিল। বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল এই ভার্চুয়াল ক্লাসের। কিন্তু তা আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।এই প্রসঙ্গে

ছয়ের পাতায়

করোনার জন্য প্রস্তুত রেলের আইসোলেশান কোচ

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : রেলের বিভিন্ন কারশেডে শুরু হয়ে গিয়েছে আইসোলেশান কোচ নির্মাণের কাজ। কলকাতার জন্যও তৈরি হয়ে গিয়েছে আইসোলেশান কোচ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টিকিয়াপাড়া রেল কারশেডে ৫০টি আইসোলেশান কোচ তৈরি হবে। তার মধ্যে ৫টি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এই ৫টি কলকাতার জন্য ব্যবহৃত হবে বলে রেলসুত্রে জানা গিয়েছে।

আইসোলেশান কোচ তৈরি মানে কিন্তু নতুন করে কোনও কোচ তৈরি নয়। রেলের হাতে তৃতীয় শ্রেনীর যে সব কামরা ছিল সেগুলিকেই কার্যত আইসোলেশান কোচের চেহারা দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের কোচগুলিতে থাকে ৯টি কুপ। প্রতিটি কুপে দু'দিকে ৩টি করে মোট ৬টি শয্যা থাকে। আবার ওই ধরনেরই কামরায় সাইড বার্থ থাকে ২টি করে। অর্থাৎ গোটা কামরায় শয্যা থাকে ৭২টি। কিন্তু এখন ৩টি বার্থের জায়গায় মিডিল বার্থটি তুলে দেওয়া হচ্ছে।ঠিক হয়েছে, আপার বার্থ রোগীর জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যবহার করা হবে। সেই হিসাবে ওই কামরায় ৮টি কুপে ১৬ জন রোগী থাকতে পারবেন। একটি কুপ থাকবে চিকিৎসক ও নার্সের জন্য। সাইড বার্থ থাকবে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শোয়ার জন্য।

জানা গিয়েছে, দেশের রেল মন্ত্রক ২০ হাজার আইসোলেশান কোচ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার মধ্যে ৫০টি আইসোলেশান কোচ তৈরির বরাত পেয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের টিকিয়াপাড়া কারশেড। প্রয়োজন হলে এই কোচগুলিকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিভিন্ন ডিভিশনের প্রত্যন্ত এলাকায় নিয়ে যাওয়া হবে। কলকাতার জনঘনত্ব ও সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে ৫টি আইসোলেশান কোচ টিকিয়াপাড়া কারশেডেই রেখে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার চাইলেই সেই কোচ প্রয়োজনীয় জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই ৫টি কোচ তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই পুরোপুরি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে।

ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের খাবার দায়িত্ব নিল পূর্ত দফতর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : মাঝেরহাট ব্রিজ মেরামতিতে যেসকল স্থানীয় শ্রমিকরা এসেছিলেন তারা ফিরে গেছেন যে যার বাড়িতে। আটকে পড়েছেন ভিন রাজ্যের ৬৫ জন শ্রমিক। এবার সেই ৬৫ জন শ্রমিকের খাবার ব্যবস্থা করল পূর্ত দফতর। করোনা আবহে হঠাৎই লকডাউনের জেরে নিজেদের রাজ্যে ফিরতে পারেননি এই শ্রমিকরা। এই অবস্থায় কাজ হচ্ছে না তাই তাদের খাওয়া-দাওয়া একপ্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় পূর্ত দফতর ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের খাওয়ার দায়িত্ব নিল। করোনার জেরে এই সংকটকালীন পরিস্থিতিতে থমকে একাধিক কাজকর্ম। তেমনি থমকে গিয়েছে মাঝেরহাট সেতু মেরামতির কাজ। কারণ এই মাঝেরহাট সেতু মেরামতের দায়িত্ব নিয়েছিল পূর্ত দফতর। পূর্ত দফতরের হাতেই এখন দায়িত্ব শহরের করোনা মোকাবিলার জন্য যে হাসপাতালগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামোর তৈরি করা। তাই করোনা মোকাবিলার চক্করে আপাতত অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ মাঝেরহাট সেতু মেরামতের কাজ। কবে আবার পুনরায় সেই কাজ শুরু হবে তা জানেন না সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও।

করোনার জেরে বাতিল ১লা বৈশাখের খুঁটি পুজো

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন অনেক নামী পুজোর উদ্যোক্তা খুঁটিপুজো করেন। এবার তাঁদের মাথায় হাত।

করোনাকে ঠেকাতে গিয়ে এবারের মতো ১লা বৈশাখে অন্তত খুঁটি পুজো বাতিল করেছে কলকাতা শহরের একের পর এক পুজো কমিটি। সকলের মুখেই এখন একটাই কথা, 'আগে তো মানুষের জীবন, তারপর পুজোর আনন্দ।'

২০১৮ থেকেই কয়েকটি ক্লাব শুরু করেছিল। বাকিরা তা দেখে বলে ওঠে, এ তো মন্দ নয়। আমরাও করব। ২০১৯ এ শহরের বুকে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৩০-৪০টি পুজোওয়ালা ক্লাব বাংলা বছরের প্রথম দিনেই সেরে ফেলেছিল খুঁটি পুজোর কাজ। এবারেও অনেকের প্ল্যান ছিল ১লা বৈশাখই সেরে ফেলতে হবে খুঁটি পুজোর কাজ। কিন্তু বিধি বাম।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা নিয়ে রাজ্য প্রশাসন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে, দাবি জয়প্রকাশের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ বিজেপির। মারণ এই ব্যাধি রোধে রাজ্য প্রশাসন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী করোনায় রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কার্যত রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে শনিবার জয়প্রকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, ভৌগলিক অবস্থানগত দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনটি দেশের সীমানা যেমন বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এ রাজ্যের সঙ্গে রয়েছে। পাশাপশি বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, অসম, সিকিমের মতো রাজ্যগুলির সীমানাও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে রয়েছে। ফলে করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের উচিত ছিল আগে থেকেই রূপরেখা তৈরি করা।এর জন্য রাজ্যের ৫০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সমন্বয় গড়ে তুলে কাজ করে যাওয়া উচিত ছিল রাজ্য সরকারের। বিদেশ এবং ভিন রাজ্য থেকে এসে কারা কোনও গ্রামে রয়েছে তা লক্ষ্য করে বের করার কাজ পঞ্চায়েত গুলি আরো ভাল করে করতে পারত। এমন কি গ্রামগুলিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড ও কোয়ারেন্টাইন গড়ার কাজে লাগানো যেতে পারত পঞ্চায়েতগুলিকে। ২৪ মার্চ মধ্যরাত থেকে যখন দেশজুড়ে লকডাউন কার্যকর হলো তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই এই রূপরেখা তৈরি করতে পারত রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু তা হয়নি।

গত ২৩ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠককে রাজ্য সরকারের লোক দেখানো পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করে তিনি জানিয়েছেন, ওই বৈঠকে বিরোধী নেতাদের পরামর্শ গুরুত্ব দেননি সরকার পক্ষ। তার দাবি সেই বৈঠকেই পঞ্চায়েত গুলিকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সরকার তা কর্ণপাত করেনি। করোনা মোকাবিলা পুরোপুরি ব্যর্থ নবান্ন। তার কথায় করোনা রোগীদের ধরতে রাজ্য প্রশাসন পুলিশকে নিয়ে চলতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজ্যে থানার সংখ্যা ৫০০- র কম।তাই শুধুমাত্র পুলিশকে দিয়ে এ কাজ সম্ভবপর নয়।পাশাপাশি পুলিশকে আরো অনেক কিছু দেখতে হয়।

তিনি আরও বলেন, করোনা রোগীদের পরিসংখ্যান তুলে ধরার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যে নীতি নিয়ে চলছে তা সাংঘাতিক। করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেও বলা হচ্ছে অন্য কারণে মারা গিয়েছে। ফলে মৃতদেহের উপর কান্নাকাটি করতে গিয়ে আত্মীয় স্বজনরা মৃতদেহ স্পর্শ করছে। এতে সংক্রমণ বাড়তে পারে। সম্প্রতি হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এক করোনা রোগীকে যে ভাবে জেনারেল ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছিল তাও বিপদজনক বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। জয়প্রকাশ বাবুর মতে, চিকিৎসা পরিকাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসন বারেবারে একজনের উপর নির্ভরশীল থাকছেন। সেই একজন হলে মুখ্যমন্ত্রী। ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে সাত দিনের মতন দেরি হচ্ছে।কিন্তু করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন প্রশাসনের বিভিন্ন কমিটি ও দফতরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া।কলকাতা মেডিকেল কলেজে এখনো কেন করোনা হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করা হলো না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে এই বর্ষীয়ান নেতা র দাবি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রাজ্য প্রশাসন।

করোনায় রাজ্যকে সাহায্য, শাহরুখকে টুইটে ধন্যবাদ মমতার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় রাজ্যের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শাহরুখ খান। বাদশার সেই সৌজন্যে অভিভূত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে জানালেন তাঁকে ধন্যবাদ।

কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের মালিকানা নেওয়ার পর থেকে শাহরুখের সঙ্গে বাংলার আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি। তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেননি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত। গত বৃহস্পতিবারই শাহরুখ জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সহায়তা করার পাশাপাশি কয়েক হাজার পিপিই পোশাকও শাহরুখ দিয়েছেন। শনিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী শাহরুখের সেই টুইটের উত্তরে জানান, বর্তমান সময়ে আপনার এই সহায়তা রাজ্যের অনেক কাজে লাগবে। একজন রোল মডেল হিসেবে আপনি দেশের বহু মানুষকেই উৎসাহিত করবেন বলেই আশা করছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

মোকাবিলায় পুলিশ

পাচের পাতার পর

বলেন, লুজ চা, চানাচুর এগুলি কি অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে? ওই সব দোকানগুলি হাট করে খোলা থাকে কি করে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশকর্মী বলেন আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

ভার্চুয়াল ক্লাস

পাচের পাতার পর

পার্থবাবু এক ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন, "শিক্ষকরা যে সময়ে ক্লাস নিতে চাইছেন আর অভিভাবকরা যে সময়টা চাইছেন তারমধ্যে কোনও সামঞ্জস্য থাকছে না। তাই ৭-১৩ এপ্রিল দূরদর্শনের সল্ট নেওয়ার যে পরিকল্পনা ছিল তা আপাতত স্থগিত কড়া হচ্ছে।

জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

পাচের পাতার পর

করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রী বলেন, এই সংকটের সময় রাজ্যের কর্মচারীকুল অযাচিতভাবে তাঁদের একদিনের বেতন দান করেছেন। এক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বান, বেতন পাওয়ার পর প্রত্যেক কর্মচারী অন্তত পাঁচটি দরিদ্র পরিবারকে যেন সহায়তা করেন। কেউ যদি এতে সাড়া দেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারের ওয়েবসাইটে তাঁর ফটো প্রকাশ করতে পারবেন, বলেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

করালেন বনমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

দোকানপাট বন্ধ থাকার কারণে যেমন উচ্ছিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না তেমনি সাধারণ মানুষ রাস্তায় কম বেরোনোর ফলে অতিরিক্ত খাবারও মিলছে না পথের কুকুর-বিড়ালদের। এই অবস্থায় সারমেয়দের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিল রাজ্যের বন দফতর। এদিন বন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ওতার দফতরের আধিকারিকরা নিজেদের গাড়িতে করে খাবার এনে নিজের হাতে খাওয়ালেন এই সারমেয়দের।

এদিনের মেনুতে ছিল খিচুড়ি, ডাল, ভাত ও মুরগির মাংস। তবে শুধু দুপুরের খাওয়াই নয় ছিল টিফিনও। পাউরুটি এবং বিস্কুট তাদের খেতে দিয়েছেন বন দফতরের আধিকারিকরা। রাজকীয় ভাবে শালপাতায় নিজের হাতে তাদের খাবার বেড়ে খাইয়েছেন বনমন্ত্রী। লগআউটের বাজারে এহেন রসনা প্রাপ্তি যেন পরম পাওয়া সারমেয়দের কাছে।

জামাতগামীদের স্বইচ্ছায়

তিনের পাতার পর

-উপসর্গের লক্ষণ ধরা পড়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, এরা কেন আত্মগোপন করে রয়েছেন তা বোঝে উঠতে পারছেন না। এতে যে বিপদ আরও বাড়বে তা বুঝতে পারছেন না তাঁরা। প্রথমে তারা করোনায় আক্রান্ত বলে কোনও কিছুই বুঝতে পারবেন না। কিন্তু কয়েকদিন পর আক্রান্ত হতেও পারেন।

এখনও স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা নিজামউদ্দিন তবলিগ-ই জামাতে গিয়েছেন এমন লোকজনকে অক্লান্ত কষ্ট করে খোঁজে খোঁজে বের করে আনছেন, প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন তাঁরা। যদি স্বইচ্ছায় তারা সামনে না আসেন তা হলে পুলিশ লাগাতে হবে, সতর্ক করে দিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এবার কোরোনা আক্রান্ত তমলুকের চিকিৎসক

তমলুক, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কোরোনায় আক্রান্ত এক হাতুড়ে চিকিৎসক। ৬০ বছর বয়সি ওই বৃদ্ধ শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বাসিন্দা। সম্প্রতি তিনি এলাকার প্রায় ১৫০ জনের চিকিৎসা করেছেন বলে খবর। তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ। শুক্রবার গভীর রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জেলায় যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে তাতে ওই চিকিৎসকের কোরোনা পজিটিভের উল্লেখ রয়েছে। এনিয়ে জেলায় কোরোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল পাঁচ।প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ২৪ মার্চ স্থানীয় এক পান ব্যবসায়ী বছর ৮০-র বৃদ্ধ কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরেন। ২৫ ও ২৬ তারিখে তিনি জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। তখনই ওই হাতুড়ে চিকিৎসককে দেখাতে যান। পরে ওই ব্যবসায়ীকে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ৩১ তারিখে জানা যায়, তিনি কোরোনা আক্রান্ত। ২ এপ্রিল বৃদ্ধের চিকিৎসার কাজে লিপ্ত থাকা ওই হাতুড়ে চিকিৎসককে তমলুক জেলা হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগে ভরতি করা হয়। ওইদিন রাতে তাঁর সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতায় পাঠানো হয়। শুক্রবার আসা রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে তিনি কোরোনায় আক্রান্ত। জানা গেছে, এর মধ্যে ওই চিকিৎসক এলাকার প্রায় ১৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করেছেন। প্রশাসন তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এলাকার ডিমারি হাইস্কুল ও ডিমারি বালিকা বিদ্যালয়কে হোম কোয়ারানটাইন রূপে গড়ে তোলার কাজ করছে। ওই হাতুড়ে চিকিৎসকের সংস্পর্শে আসা ১৫০ জন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রাখার ব্যবস্থা করা হবে সেখানে। কোরোনায় আক্রান্ত ওই হাতুড়ে চিকিৎসককে জেলায় ১০০ বেডের নবনির্মিত পাঁশকুড়ার মেচোগ্রামের কোরোনা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া তিনি যে সব রোগীকে চিকিৎসা করেছিলেন তাঁদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। বৃদ্ধের পরিবারের সদস্যদের তমলুক জেলা হাসপাতালের আইসোলেশন বিভাগে আনা হবে।'

মহিলার বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করে জয়নাল দাস। পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করার পর জয়নাল দাস সংবাদ প্রতিনিধিদের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

রেসপন্স ফান্ড থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তা তদারকি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে ঝড়ে বিধ্বস্ত পরিবারগুলো স্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হচ্ছে।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

ভ্রমণে গিয়ে আটকে গেছেন এবং ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী যাঁরা বহিঃ রাজ্যে বিভিন্ন হস্টেলে রয়েছেন এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন শ্রমিক যাঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত তাঁদেরকে এই সরকারি ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হবে। ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের এই ত্রাণ সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় এইদিন পুলিশের পক্ষ থেকে নজর দারি চালানো হয়। এইদিন যারাই রাস্তায় বেরিয়েছে, তারা কি কারনে রাস্তায় বেরিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। যারা বিশেষ প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাদেরকে পুলিশের পক্ষ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা বিনা কারনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বেশ কয়েকজন যুবককে কানে ধরে উঠবস করানো হয়।

সদর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান রাজধানীর প্রধান সড়ক গুলিতে মানুষের তেমন একটা ভিড় নেই। কিন্তু গলি রাস্তা গুলিতে মানুষের ভিড় রয়েছে। কোথাও কোথাও একসাথে একাধিক ব্যক্তি জড়ো হয়ে আড্ডা দিচ্ছে। তারা ভাবছে গলি রাস্তায় থাকলে কোন সমস্যা নেই। এখনো কিছুটা অসচেতন রয়েছে মানুষ। ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হয়নি। সচেতনতার ফলে তা সম্ভব হয়েছে। তবে লক ডাউনকে সকলে মেনে চলতে হবে। রাজধানীর বিভিন্ন বাজার গুলিতে সকালের দিকে ক্রাতারা ভিড় জমায়। ফলে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে না। তিনি আরও জানান কিছু কিছু ক্রেতা বিনা প্রয়োজনে প্রতিদিন বাজারে আসছে।

টাকা পাবেন

● প্রথম পাতার পর

সময়ে তা বেড়ে ৩ হাজার ৮২৪ জনে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক শ্রমিককে চাল, ডাল, তেল সহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের মেয়র। তিনি বলেন, লকডাউন যতদিন চলবে এবং শ্রমিকরা যতদিন পর্যন্ত তাদের বাড়িঘরে ফিরে যেতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। মেয়র জানান, লকডাউন ঘোষণার ফলে পুরনিগমের শ্রমিক, কর্মচারী এবং আধিকারিকদের দায়িত্ব আরও অনেক বেড়ে গেছে।

তারা জীবন বাজি রেখে কাজ করে চলেছেন। বিশেষ শহর এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। শুধু তাই নয় বাড়িঘর থেকে আবর্জনা সংগ্রহকারীরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। আগরতলা পুরনিগম এইসব কর্মচারীদের জন্য বর্তমান বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রতিদিন ১০০ টাকা করে প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেসব শ্রমিকরা বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহ করছেন তারাও অতিরিক্ত ১০০ টাকা করে প্রতিদিন পুরনিগমের কাছ থেকে পাবেন বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের মেয়র। পুরনিগমের সিইও ডা. শৈলেশ যাদব জানিয়েছেন, দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি এবং পুরনিগমের প্রতিটি কর্মী জীবন বাজি রেখে সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

পারেন যে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি তাঁর অনুমোদন ছাড়া সংঘটিত হয়েছে বা তা প্রতিরোধে তিনি যথাসাধ্য উদ্যোগ নিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট অপরাধ যদি সেই কোম্পানির ম্যানেজার, ডিরেক্টর, সেক্রেটারি বা অন্য কোনও কর্মী সজ্ঞানে করে থাকেন তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই আইনের ৫৫ থেকে ৫৬ ধারায় প্রদেয় শাস্তি একমাত্র কেন্দ্র / রাজ্য সরকার বা সরকারের পক্ষ থেকে কোনও আধিকারিক কোনও সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে জারি করবেন। এই আইনের জাতীয় কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্র / রাজ্য সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের অভিযোগ ছাড়া আদালত কোনও মামলা গ্রহণ করবে না। এই আইনে কোনও ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জাতীয় / রাজ্য কর্তৃপক্ষ, কেন্দ্র / রাজ্য সরকারের কাছে করতে পারেন।

পাশাপাশি ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় জারি করা বিধিনিষেধ চলাকালীন সময়ে কোনও ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে সরকারি কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে তাঁর জরিমানা (২০০ টাকা পর্যন্ত) বা একমাস পর্যন্ত জেল কিংবা উভয় হতে পারে। তবে তাঁর কোনও ব্যবহার যদি মানুষের জীবনহানি, নিরাপত্তা সংশয় ঘটায় বা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ হয় তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা ছয় মাসের জেল কিংবা উভয় শাস্তি হতে পারে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

উঃপুঃ সড়ক উন্নয়নে জাইকার ৯৮০ কোটি

আগরতলা, ৪ঠা এপ্রিল : উত্তর পূর্বাঞ্চলের সড়ক সম্প্রসারণ এবং উন্নতি প্রকল্পে ৯৮০ কোটি টাকা ঋণ দেবে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন এজেন্সি। সংক্ষেপে জাইকা। উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে সম্প্রতি। এই প্রকল্পের মুল লক্ষ্য হল পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের সড়ক সম্প্রসারণ এবং উন্নতি সাধন। উল্লেখ্য, ২০৮ নং জাতীয় সড়ক, যা প্রান্তিক ত্রিপুরার কৈলাসহর এবং খোয়াই কে সংযোজিত করেছে, এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ জাতীয় সড়ক এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড(এন এইচ আই ডি সি এল) উক্ত প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্বে রয়েছে।' ভারত এবং জাপান উভয়েই সম্মিলিতভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নে সচেষ্ট এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নতি সাধন তারই একটি অঙ্গ '। বলেন জাইকার (ভারত) মুখ্য প্রতিনিধি কাটমু মাটসুমুটু। উক্ত চুক্তিপত্রটি চতুর্থ পর্যায়ে প্রকল্প রূপায়নের জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নিজামউদ্দিনে যোগ দেওয়ায় পুরুলিয়ার ৫৪ জনকে জেলায় ঢুকতে বাধা প্রশাসনের

পুরুলিয়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : দিল্লির নিজামউদ্দে গেছিলেন পুরুলিয়ার ৫৪ জন। তাই তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি জেলায়। তাঁরা যাতে কোনওভাবে জেলায় প্রবেশ করতে না পারেন সেদিকে নজর রাখছে জেলার প্রশাসন। জেলা শাসক কার্যালয়ে বৈঠক করে একথা জানান পুলিশ সুপার এস সেলভামুরুগান।বৈঠকে পুলিশ সুপার জানান, 'জেলা থেকে যে ৫৪ জন নিজামউদ্দিনে গেছিলেন তাঁদের কাউকে পুরুলিয়ায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বর্তমানে তাঁরা উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, জয়পুরসহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। তাঁদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। জেলার সব বর্ডার এলাকায় নাকা চেকিং করা হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হিমাচল প্রদেশে ৬ জন জম্মু-কাশ্মীরে ৭৫ জন, ঝাড়খণ্ডে দু"জন, লাদাখে ১৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১০৪ জন, মণিপুরে দু"জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৫ জন, পুদুচেরিতে ৫ জন, পঞ্জাবে ৫৩ জন, রাজস্থানে ১৭৯ জন, তামিলনাড়ুতে ৩০৯ জন, তেলেঙ্গানায় ৪১১ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৬ জন, উত্তর প্রদেশে ১৭৪ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৬৩ জন।

এদিকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়েছে দিল্লীর নিজামউদ্দিনে তাবলিগ জামাতে অংশগ্রহণকারী ১০২৩জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিস্তর নেশা

● প্রথম পাতার পর

ধৃতদের কাছ থেকে কোন নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। তিনি কোন নেশা সামগ্রী দেখতে পাননি।

প্রশ্ন হচ্ছে এসআই কিংকর সাহা কি সত্যি নেশা সামগ্রী প্রত্যক্ষ করেন নি? যদি নাই দেখে থাকেন তাহলে তো বলতেই হয় চোখ থাকতে অন্ধের জলন্ত উদাহরণ এসআই কিংকর সাহা। ধৃতদের ঘটনাস্থল থেকে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে আশা হয়েছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নেশা সামগ্রী কোথায় গিয়েছে। তাহলে কি দিন দুপুরে পুকুর চুরি হয়ে গেল জন সমক্ষে? দাবি উঠছে আরক্ষা দপ্তর এই বিষয়টির প্রতি নজর দিক। কারন জনসমক্ষে উদ্ধার হওয়া নেশা সামগ্রীর কথা একজন পুলিশের এসআই যদি অস্বীকার করেন, তাহলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়া কঠিন কাজ হয়ে যাবে।

নেগেটিভ

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, ত্রিপুরায় ওই ১১ জনের পরিবারের সদস্যদের সাথেও যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাঝে কোনও সময় ওই ১১ জন ত্রিপুরায় ফিরেছিলেন কিনা সেই খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, বাড়তি সতর্কতা হিসেবে ওই ১১ জনের পরিবারের সদস্যদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন চিকিৎসা কর্মীরা তাঁদের বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবেন।

এদিকে, দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারী ১৬ জনকে শনিবার ত্রিপুরার কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুম্বাইয়ের বাসিন্দা। আগরতলার বিটারবন এলাকায় এক পরিচিতের বাড়িতে তাঁরা রয়েছেন। এখন তাঁদের পরীক্ষা করা হবে। তাঁরা ১১ মার্চ ত্রিপুরায় এসেছেন, জানালেন পশ্চিম ত্রিপুরার অতিরিক্ত জেলাশাসক সিদ্ধার্থ এস জসোয়াল।

এদিন তিনি বলেন, দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন ত্রিপুরায় অবস্থান করছেন খবর পেয়েই আমরা অভিযানে নামি। তাঁরা বিটারবনে একটি বাড়িতে থাকতেন। ত্রিপুরায় বেড়াতে এসেছেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। সিদ্ধার্থ এস জসোয়াল জানান, তাঁরা আগেই বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। কিন্তু নিজামউদ্দিন থেকে আসায় এখন তাঁদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এই ১৬ জনের প্রত্যেকেই দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে তাদের মধ্যে এখনও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের কোনও লক্ষণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের নমুনাও পরীক্ষা করা হবে, জানান তিনি।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

করে মোট ৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

এছাড়াও কালবৈশাখীর ঝড়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩২৮ পরিবারকে ৫২০০ টাকা করে, সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৮ পরিবারকে ৯৫ হাজার ১০০ টাকা করে এবং কৃষিজমি নষ্ট হওয়া পরিবারগুলোর প্রতি ১১০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এ রাজ্যের ৮ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৪১ একাউন্টে ৫০০ টাকা করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।এতে রাজ্যে আসবে ১৩২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যের ২ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষক পাবে ২০০০ টাকা করে। এতে রাজ্যে আসবে ৪১ কোটি টাকা। ২ লক্ষ ৭৬ হাজার উজ্জ্বলা যোজনা প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলোকে গ্যাস সিলিন্ডার বাবদ তিন মাসে ৭৫০ টাকা করে দেয়া হবে। এতে রাজ্যে টাকা আসবে ৬২ কোটি। যদি কেউ গ্যাস সিলিন্ডার না নেয় তবে তাদের পরের কিস্তির টাকা দেয়া হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন বয়স্ক, বিধবা ও দিব্যাঙ্গদের অতিরিক্ত এক হাজার টাকা করে দেবে কেন্দ্র। এই বাবদ রাজ্যে আসবে রাজ্যে ৪২ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা আসতে চলেছে রাজ্যে। এতে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ লাভবান হবে। রাজ্য সরকারও ২৩৫ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল তৈরি করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী এছাড়াও বলেন ত্রিপুরার প্রায় ৪ হাজার ৬০০ গৃহহীনদের রান্না করা খাবার প্রদানের পাশাপাশি এখন ১০০০ টাকা ব্যক্তি প্রতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

এদিন তিনজন খুদে মেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেন যে এটা তাকে উৎসাহিত করবে। নিঃসন্দেহে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ভারতে স্থগিত রাখা হয়েছে ফিফা অনূর্ধ-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ

মুম্বাই, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ফিফা অনূর্ধ-১৭ মহিলা বিশ্বকাপ । শনিবারবিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। মহিলাদের এই বিশ্বকাপ ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি প্রায় সেরে ফেলেছে ভারতের পাঁচটি শহর। যে পাঁচ ভেন্যুতে এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল। ২-২১ নভেম্বর এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা ছিল কলকাতা, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর, আবমেদাবাদ ও নভি মুম্বইয়ে। ১৬ দলের এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল ভারত। যার ফলে আওজক দেশ হিসেবে এমনিই বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ভারতের মহিলা দল।

কোভিড-১৯-এর পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ফিফা কাউন্সিলের তরফে ফিফা-কনফেডারেসন্স ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছে। তারাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে ফিফা অনূর্ধ-১৭ মহিলা বিশ্বকাপের দিন ঘোষণা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ফিফার তরফে জানানো হয়েছে, "পানামা/কোস্টা রিকায় এই বছর স্থগিত রাখা হয়েছে মহিলাদের অনূর্ধ-২০ বিশ্বকাপ। যা হওয়ার কথা ছিল আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এবং ভারতে স্থগিত রাখা হয়েছে অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপ। নতুন দিন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে।"""" এছাড়া এই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে, মহিলাদের আন্তর্জাতিক ম্যাচ ক্যালেন্ডার নিয়ন্ত্রণের জন্য সাব-ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হবে। যারা স্থগিত হওয়া ইভেন্টগুলোর ক্যালেন্ডারে পরিবর্তন করবে।"""" ওয়ার্কিং গ্রুপে রয়েছেন ফিফা অ্যাডিন এবং সচিব ও শীর্ষ এক্সিকিউটিভ বিভিন্ন ফেডারেশনের। কোনও বিতর্ক ছাড়াই এই কমিটিকে মেনে নেওয়া হয়েছে শুক্রবার কনফারেন্সের মাধ্যমে।

No. 2794/F.059/TSR-3/Sty./Tender/2020-21
Dated, the 1st April 2020.
NOTICE INVITING TENDER
On behalf of the Governor of Tripura, the Commandant 3rd Bn TSR was invited sealed Tender/Quotation for supply of Stationery Items during the year 2020-21 vide this office No. 2289/F.059/TSR-3/Sty./Tender/2020-21 Dated, the 14th March 2020 and tender notice published on local daily newspaper on 19.03.2020. Due to lockdown of the state in connection with COVID-19, the purchasing of tender form is extended up to 28.04.20. The tender will be received up to 1630 on 29.04.2020 and will be opened on 30.04.2020 at 1000 hrs. The other condition of the earlier notice will remain un- changed.
The interested buyers may contact at Mobile Number 8787648265 (Quarter Master)/ 7005757330 (Stationery section) for any kind information. Further, any subsequent corrigendum will be published in the News Paper.
For and on behalf of the Governor of Tripura
Sd/- (Arun Kumar)
Commandant
3rd Bn Tripura State Rifles.
ICA-C-09/20

কী কথা হলো মোদীর সঙ্গে, জানালেন টেন্ডুলকার

ভারতে দিন দিন বাড়ছে করোনাভাইরাসের প্রকোপ। প্রতি দিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, বাড়ছে মৃত্যু। কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে এক বিবৃতিতে সেই আলোচনার বিস্তারিত জানিয়েছেন কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচিন টেন্ডুলকার।

ভিডিও কনফারেন্সে শুক্রবার মোদীর সঙ্গে এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন ৪০ জন ক্রীড়াবিদ। ছিলেন ক্রীড়া মন্ত্রী কিরান রিজিজুও। পরে টেন্ডুলকার জানান, লকডাউনের এই সময়ে তিনি তার ব্যক্তিগত ভাবনা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন ওই আলোচনায়।

"নরেন্দ্র মোদী, কিরান রিজিজু ও অন্যান্য ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমরা কীভাবে লকডাউন মোকাবেলা করছি, তা নিয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছি।"

"আমাদের প্রবীণরা যারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন, তাদের যত্ন নেওয়া, এই সময়ে তাদের গল্প এবং অভিজ্ঞতা শোনা; এই ব্যাপারগুলো ছিল, যা প্রধানমন্ত্রী অনুভব করছিলেন। ১৪ এপ্রিল লকডাউন উঠে যাওয়ার পর আমরা কেউ যেন নিরাপত্তার দেয়াল ভেঙে না ফেলি এবং সেই কঠিন সময় কীভাবে সামলাতে হবে, সে বিষয়গুলো তুলে ধরেন তিনি।"

এই আলোচনায় উঠে এসেছে লকডাউনের সময়ে মানসিক ভাবে চাঙা থাকার গুরুত্বের কথাও।

"এই পরিস্থিতিতে মানসিক ফিটনেস যে শারীরিক ফিটনেসের মতই গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ফিট থাকার জন্য আমি বাড়িতে কী করি, সেটাও জানিয়েছি।""""

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে ভারতের বর্তমান-সাবেক ক্রিকেটারদের মধ্যে আরও ছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি, বিরেন্দর শেবাগ, যুবরাজ সিং, চেতেশ্বর পুজারা ও রোহিত শর্মা। ছিলেন কিংবদন্তি অ্যাথলেট পি.টি. উষা, ব্যাডমিন্টনের দুই যুগের দুই তারকা পুলেলা গোপিচাঁদ ও পি.ভি. সিন্ধু, তরুণ অ্যাথলেট হিমা দাস, কুস্তিগীর বাজরাং পুনিয়া, দাবার কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আনন্দ।

করোনাভাইরাস: লিগ বন্ধ করতে নারাজ বেলারুশ

করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সব ধরনের ক্রীড়া ইভেন্ট বন্ধ থাকলেও পুরোদমে চলছে বেলারুশিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। বেলারুশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান সের্গেই ঝারদেস্কি মনে করেন, লিগ বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত বেলারুশে কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৫১ জন, মারা গেছেন ৪ জন। পূর্ব ইউরোপিয়ান দেশ আলবেনিয়া ও ইউক্রেনের চেয়ে বেলারুশের অবস্থা কিছুটা ভালো হলেও প্রতিবেশি দেশ লিথুনিয়া, ইউক্রেন, পোল্যান্ড, লাটভিয়া ও রাশিয়ার চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে তারা।

বেলারুশ সরকার শুক্রবার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াসহ আন্তর্জাতিক সব ইভেন্ট ৬ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করে। তবে বেলারুশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান ইএসপিএনকে জানিয়েছেন, ঘরোয়া ফুটবল লিগ ঠিকই চলবে।

"আমরা প্রতি দিন পরিস্থিতি বিবেচনা করছি। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর আমাদের ভরসা আছে। এখন লিগ বন্ধ করার কোনো কারণ দেখছি না।"

"আমরা জানি, বেশ কিছু দেশে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তবে বেলারুশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে আমরা আমাদের লিগ চালিয়ে যেতে পারি।"

বিশ্বের কঠিন এই সময়ে বেলারুশিয়ান প্রিমিয়ার লিগকে বলা হচ্ছে 'পৃথিবীর শেষ লিগ', যা এখনও চলছে। এই তকমা নিয়ে যদিও কোনো আপত্তি নেই ঝারদেস্কির।

কদিন আগে পেশাদার ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ফিফপ্রোর জেনারেল সেক্রেটারি জন্স বেয়ার-হফম্যান বেলারুশকে লিগ বন্ধের আহ্বান জানান।

বাড়ানো 'হতে পারে' টোকিও অলিম্পিকে পুরুষ ফুটবলে বয়সসীমা

টোকিও অলিম্পিক এক বছরের জন্য পিছিয়ে যাওয়ায় ফুটবলারদের বয়স নিয়ে স্বাভাবিকভাবে উঠতে শুরু করেছে অনেক প্রশ্ন। ২০২০ সালে যারা খেলার যোগ্য ছিল, তারা যেন অযোগ্য না হয়ে পড়ে, তার বিবেচনায় এরই মধ্যে বয়সসীমা বাড়ানোর দাবি উঠেছে। সবকিছুর প্রেক্ষিতে আগামী বছর হতে যাওয়া আসরে পুরুষ ফুটবলারদের বয়সসীমা বাড়ানো হতে পারে বলে জানিয়েছে ফিফা।

অলিম্পিকে পুরুষ ফুটবল টুর্নামেন্টে বয়সসীমা অনূর্ধ-২৩ বছর।

১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি অথবা এর পরে জন্ম নেওয়া ফুটবলারদের অংশ নেওয়ার সুযোগ ছিল ২০২০ অলিম্পিকে। প্রতিটি দল ২৩ বছরের বেশি বয়সী তিন জনকে স্কোয়াডে নিতে পারে। মেয়েদের ফুটবলে অবশ্য কোনো বয়সসীমা নেই।

কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রভাবে এক বছর পিছিয়ে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় অনেক ফুটবলারের অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সপ্তাহখানেক আগে সমস্যা সমাধানের জন্য ফিফা ও এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনকে (এএফসি) আহ্বান জানায় দক্ষিণ কোরিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সমস্যার সমাধানে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার গঠন করা কমিটি শুক্রবার বয়সসীমা বাড়ানোর পক্ষে সুপারিশ করেছে। ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি অথবা এর পরে জন্ম নেওয়া খেলোয়াড়রা যেন ২০২১ সালে হতে যাওয়া আসরে খেলতে পারে, এর পক্ষে ওই কমিটি মত দিয়েছে বলে শুক্রবার এক বিবৃতিতে জানায় ফিফা।

ফিফার এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনও বয়সসীমা বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছিল।

কভিড-১৯ মহামারী আকার ধারণ করায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জুনে হওয়ার কথা থাকা সব আন্তর্জাতিক ম্যাচ স্থগিতের সুপারিশও করেছে ফিফার এই কমিটি। একই কারণে আগেই পিছিয়ে গেছে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও কোপা আমেরিকা।

করোনাভাইরাস: 'যুদ্ধ-পরবর্তী' সময় নিয়ে চিন্তিত আনচেলত্তি

করোনাভাইরাসের ছোবলে আজ বিপর্যস্ত পুরো বিশ্ব। নিশ্চিতভাবে সঙ্কটময় এ সময় শেষের অপেক্ষায় দিন গুণছে পৃথিবীর মানুষ। তবে সৃষ্ট সমস্যা যে খুব সহজে পিছু ছাড়বে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কার্লো আনচেলত্তি। মহামারী কভিড-১৯ সমাজের ওপর দীর্ঘমেয়াদী যে ছাপ ফেলে যাবে, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করেছেন ইতালিয়ান এই কোচ।

করোনাভাইরাসের আঘাতে নাজেহাল সময়কে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন আনচেলত্তি। আর এর পরবর্তী সময়টা 'যুদ্ধ পরবর্তী' কঠিন সময়ের মতো হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

ইংলিশ ক্লাব এভারটনের কোচ আনচেলত্তি কঠিন এ সময়ে ইংল্যান্ডে আছেন। অন্যখানে থাকলেও নিজ দেশ ইতালিতে কি ঘটছে, তা নিয়মিত খবর রাখছেন তিনি।

"করোনাভাইরাসের আঘাতে পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে। কারোর জন্যই এটা আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। এটা যুদ্ধের মতো এবং এরপর হবে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়।"

অতি সংক্রামক এই ভাইরাস সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে ইতালিতে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ নতুন সংক্রমিত হচ্ছে, প্রাণ হারাচ্ছে শয়ে শয়ে। দেশের মানুষের এমন কষ্ট পীড়া দিচ্ছে আনচেলত্তিকে।

"আমি চিন্তিত কারণ, এই ভাইরাস এখনও ইতালিতে প্রতিদিন ৬০০ এর বেশি মানুষের প্রাণ নিচ্ছে। আমার দেশের মানুষ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, যা শোনাটা ভীষণ কষ্টের।"

ইতালিতে এ পর্যন্ত প্রায় এক লাখ ২০ হাজার মানুষ করোনাভাইরানে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার।

কাকার চোখে রোনালদোর চেয়ে এগিয়ে মেসি

একই দলে খেলায় ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, আর লিওনেল মেসিকে পেয়েছেন প্রতিপক্ষ হিসেবে। দুজনের মধ্যে সেরার প্রশ্নে কাকে বেছে নেবেন আরেক বর্ষসেরা ফুটবলার কাকা? জবাবে ব্রাজিলের সাবেক এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার অবশ্য সাবেক সতীর্থ নয়, প্রতিপক্ষ মেসিকেই এগিয়ে রাখলেন। ২০০৯ সালে স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন কাকা। ওই মৌসুমেই লা-লিগার সফলতম দলটিতে নাম লেখান রোনালদো। সেসময় পর্তুগিজ তারকার খেলা কাছ থেকে দেখেন কাকা, খেলেন এক সঙ্গে। তবে ইনস্টাগ্রামে ফিফার সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তর পর্বে ২০০৭ সালের ফিফা বর্ষসেরা ও ব্যালন ডি'অর জয়ী কাকা সেরার প্রশ্নে এগিয়ে রাখলেন বার্সেলোনার আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড মেসিকে।

"আমি ক্রিস্তিয়ানোর সঙ্গে খেলেছি এবং সে সত্যিই অসাধারণ, কিন্তু আমি মেসিকেই বেছে নিব। সে জিনিয়াস, নিখাদ প্রতিভা। তার খেলার ধরন অবিশ্বাস্য।"

"ক্রিস্তিয়ানো মেশিন। সে কেবল শক্তিশালী ও দ্রুতগতির, তা নয়; সে মানসিকভাবেও শক্তিশালী। সত্যি কথা বলতে, সে সব সময় জিততে চায় ও খেলতে চায়। সে সেরা হতে চায়। আমার কাছে তার এই বিষয়গুলো অসাধারণ।"

"খেলাটির ইতিহাসে তারা অবশ্যই সেরা পাঁচে থাকবে। আমরা ভাগ্যবান যে দুই জনের খেলাই দেখতে পেরেছি।"

রোহিতের কাছে পন্টিং জাদুকর

খেলোয়াড়ী জীবনে ছিলেন অসাধারণ অধিনায়ক ও দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ক্যারিয়ার শেষে কোচিং পেশায়ও নিজের ছাপ রেখেছেন রিকি পন্টিং। কোচ হিসেবে রোহিত শর্মার কাছে তিনি জাদুকর। অধিনায়কত্বের নানা দিক পন্টিংয়ের থেকে শিখেছেন বলে জানিয়েছেন আইপিএলের দল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক।জাতীয় দল, আইপিএল মিলিয়ে বিশ্বের অনেক নামিদামি কোচের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে রোহিতের। কাজ করেছেন গ্যারি কারস্টেন, সঞ্জয় বাঙ্গার, অনিল কুম্বলে, শন পোলক, জন রাইটদের সঙ্গে। এখন ভারতের কোচ রবি শাস্ত্রী ও মুম্বাইয়ের কোচ মাহেলা জয়াবর্ধনে। তবে সেরা হিসেবে ভারতীয় ওপেনারের পছন্দ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক পন্টিংকে।পন্টিংয়ের সাহসী মনোভাব মুগ্ধ করেছে রোহিতকে। ২০১৩ সালের আইপিএলের মাঝপথে নেতৃত্ব ছেড়ে রোহিতের হাতে দায়িত্ব তুলে দেন পন্টিং। ছায়া অধিনায়ক থেকে মুম্বাইকে এনে দেন প্রথম শিরোপা। ২০১৫ সালে তিনি কোচের দায়িত্ব পুরোপুরি নিলে মুম্বাই ঘরে তোলে দ্বিতীয় শিরোপা।কেভিন পিটারসেনের সঙ্গে ইনস্টাগ্রামে আলাপচারিতায় রোহিত তুলে ধরলেন পন্টিংয়ের নানা গুণ।"এক জনকে বেছে নেওয়া খুবই কঠিন, কারণ তারা সবাই কিছু না কিছু নিয়ে আসে। কিন্তু রিকি পন্টিং আমার কাছে ছিলেন জাদুমন্ত্রের মত। তিনি যেভাবে দল পরিচালনা করেছেন, প্রথম ভাগে যখন তিনি অধিনায়ক ছিলেন, পরে দায়িত্ব আমাকে দিয়ে দেওয়া, এটা করতে অনেক সাহসের প্রয়োজন।""এরপরও তিনি আগের মতই সম্পৃক্ত ছিলেন, সাপোর্ট স্টাফের সদস্য হয়ে তিনি তরুণদের সাহায্য করতেন এবং নেতৃত্বের ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন। আমি তার থেকে অনেক কিছু শিখেছি।"

করোনাভাইরাস: চাভির অনুদান ১০ লাখ ইউরো

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার চাভি এরনান্দেস। তিনি ও তার স্ত্রী নুরিয়া কুনিয়েরা বার্সেলোনার 'ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড প্রোভিনশিয়াল হসপিটাল'-কে ১০ লাখ ইউরো দিয়েছেন।

এই হাসপাতালের টুইটার পেইজে শনিবার প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় বিষয়টি জানান চাভি। বাকিদেরও সাধ্যমত এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বার্সেলোনার এই কিংবদন্তি ফুটবলার।

"নুরিয়া ও আমি 'হসপিটাল ক্লিনিক দি বার্সেলোনা'র করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থন জানিয়েছি। হাসপাতাল যে এই সহায়তা নিচ্ছে, সেজন্য ধন্যবাদ।"

কভিড-১৯ বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নেইমার, লিওনেল মেসি, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, জাতান ইব্রাহিমোভিচ, রজার ফেদেরারসহ আরও অনেক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অনেকেও এগিয়ে আসছেন বিভিন্নভাবে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শনিবার গোলাঘাটি এলাকা পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

ঘূর্ণিঝড়ে রাজ্যের বহু গ্রাম তছনছ, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৪ এপ্রিল।। বর্ষাকাল শুরু হতে না হতেই ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এক গৃহস্বামীর। আংশিক ক্ষতি একটি গ্রামেরও।ঘঠনা উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বিরজানগরে। গতকাল রাত্রিবেলা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরজানগর গ্রামে প্রবল ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদিও সকলের অল্পবিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হলেও ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুশীল চন্দ্র দাস পিতা মৃত সুশেন্দ্র দাসের ঘরে উপর বড় একটি বনাক গাছ উপড়ে পড়ে।ঘূর্ণিঝড়ের ফলে গাছটি ঘরের উপর পড়াতে সম্পূর্ণরূপে ঘরের ছাউনি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।ভাগ্যের জোরে গৃহস্বামী সুশীল চন্দ্র দাস উনার স্ত্রী ও এক পুত্রসন্তান প্রাণে বাঁচেন। তবে উনার ছোট বাচ্চাটি অল্পবিস্তর আহত হলে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে বাড়িতে নিয়ে যান।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আজ ঘটনাস্থলে ছুটে যান কদমতলা ব্লকের ভিডিও কোমল দেববর্মা ও কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। উনারা সরজমিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করেন যে সরকারের তরফ থেকে গৃহস্বামী সুশীল চন্দ্র দাসকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। উনাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে দিনমজুর গৃহস্বামীর মনে কিছুটা আশার আলো দেখা দিয়েছে। তবে দিনমজুর সুশীল চন্দ্র দাসের পক্ষে নতুন করে ঘর তৈরি করা আর্থিক সামর্থ্য নেই। পাশাপাশি বিরজানগর গ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য পরিবারেরও খোঁজখবর নেওয়া হয় কদমতলা ব্লকের তরফ থেকে।বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে বিশালগড় মহকুমার একাধিক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা মুখ থুবরে পড়েছে। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে বিশালগড় মহকুমার শাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকা, দেশবন্ধু কলোনি, লক্ষ্মীবিল, বৈদ্যদিঘি, কলকলিয়া এলাকায় বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটির উপর। এতে ১৪ টি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে গেছে। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা সংশ্লিষ্ট এলাকায় মুখ থুবরে পড়েছে। যদিও বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। লক ডাউনের মধ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছে। দপ্তরের নির্দেশে দ্রুত এই কাজ করা হচ্ছে বলে জানান এক কর্মী।

জম্মু-কাশ্মীরের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ দেওয়া হবে স্থানীয়দের

শ্রীনগর, ৪ মার্চ (হি. স.): কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে সমস্ত ধরণের সরকারি চাকরিতে সেখানকার স্থানীয়দের সংরক্ষণ দেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। কেন্দ্র সরকার নিজেদের পুরনো নির্দেশিকাকে সংশোধন করে নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। আর তাতেই এই কথা বলা হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ১৫ বছর ধরে যারা জম্মু ও কাশ্মীরে বসবাস করছে, তাদেরকেই মূল নাগরিক হিসেবে বিবেচিত করা হবে সংরক্ষণের জন্য। উল্লেখ করা যেতে পারে আগে কেবল চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদের জন্য সংরক্ষণ দেওয়া হতো সরকারি চাকরিতে। সেই কারণে আঞ্চলিক দলগুলিও এই প্রক্রিয়ার নিন্দায় মুখর ছিল। ফলে কেন্দ্রের তরফে নতুন অধিসূচনা জারি করে সমস্ত সরকারি চাকরিতে সব কটি পদের জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দাদের সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়।

দেশে পর্যাপ্ত পিপিই, মাস্ক রয়েছে, দাবি হর্ষবর্ধনের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন।বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাস রোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সচেষ্ট বলে জানিয়েছেন তিনি।

শনিবার লোক নায়ক জয়প্রকাশ হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরে তিনি জানান, দেশে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট বা পিপিই, মাস্ক, ভেন্টিলেটরের কোনও অভাব নেই। করোনা মোকাবিলায় দ্রুততার সাথে চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা হচ্ছে। এখন সেই প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই তা চলে আসবে। পরে চাহিদা অনুসারে তা রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হবে।এদিন এই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বর্তমানে এই হাসপাতাল করোনায় আক্রান্ত ২৯০ জনের চিকিৎসা চলছে।

অন্যদিকে এদিন দিল্লি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, দিল্লির হাসপাতালগুলিতে ৭ থেকে ৮ পিপিই রয়েছে। যা আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে ফলে কেন্দ্রের কাছে ৫০ হাজার পিপিই চাওয়া হয়েছে বর্তমানে দিল্লিতে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৬।

মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত আরও ৪৭ জন, সংক্রমিত বেড়ে ৫৩৭

মুম্বই, ৪ এপ্রিল (হি.স.): প্রশাসনের উচ্চ সতর্কতা, লকডাউন সত্বেও থামছেই না সংক্রমণ! মহারাষ্ট্রে বিগত ১২ ঘন্টার মধ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৪৭ জন। নতুন করে ৪৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মহারাষ্ট্রে কোভিড-১৯ মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩৭-এ পৌঁছেছে। শনিবার নতুন করে আক্রান্ত ৪৭ জনের মধ্যে ২৮ জন মুম্বইয়ে, থানে জেলায় ১৫ জন, অমরাবতীতে একজন, দু"জন পুণে-তে এবং একজন পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়ে সংক্রমিত হয়েছেন।

শনিবার মহারাষ্ট্র স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যে মোট ৫৩৭ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। নতুন করে আক্রান্ত ৪৭ জনের মধ্যে ২৮ জন মুম্বইয়ে, থানে জেলায় ১৫ জন, অমরাবতীতে একজন, দু"জন পুণে-তে এবং একজন পিম্পরি চিঞ্চওয়াড়ে সংক্রমিত হয়েছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুঃস্থ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বন্টন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ এপ্রিল ।। বাধারঘাটের মাতৃপল্লী এলাকার মিহির পুষ্প ডালমুট ফুড প্রোডাক্টের কর্ণধার গোবিন্দ পাল এলাকার গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ালেন। তিনি এলাকার বাছাই করা ২৭০ জন গরিব পরিবারের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। গোবিন্দবাবু বলেন, দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণার ফলে শ্রমিক ও গরিব পরিবারের মানুষজন অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাদের কাজকর্ম নেই, রুটি রোজগারহীন হয়ে পড়ায় অনাহারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সে কারণেই তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ,সয়াবিন, তেল, চা-পাতা, চিনি এবং মুড়ি ২৭০ জনের হাতে তুলে দিয়েছেন গোবিন্দ পাল। সমাজের অন্যান্যদেরকেও এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আবেদন জানিয়েছেন।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অভয়নগর মধ্যপাড়ার ব্লাডসান ক্লাবের পক্ষ থেকে শনিবার শতাধিক গরিব পরিবারের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। চাল, ডাল, তেল সহ অন্যান্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে গরিবদের পরিবারে। ক্লাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লকডাউনের ফলে এলাকার বহু মানুষ খাদ্য সমস্যায় পড়েছেন। এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে ব্লাডসান ক্লাবের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে এবং ক্লাব ফান্ডের টাকা থেকে চাল, ডাল ইত্যাদি ক্রয় করে গরিবদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যতদিন এই অচলবস্থা অব্যাহত থাকবে ততদিন তারা এ ধরনের প্রয়াস জারি রাখবেন বলে জানিয়েছেন। এটি তারা তাদের সামাজিক নৈতিক দায়িত্ব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির এবং গরিব পরিবারগুলির মধ্যে চাল, ডাল সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে সমাজের সকল অংশের জনগণকে লকডাউন চলাকালে অসহায় গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। লকডাউনের ফলে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। চিকিৎসা পরিষেবার কাজেও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবী সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয়।

করোনার জেরে রাজ্যে জারি লকডাউন ও কারফিউ। শনিবার লকডাউন এর ১২ দিন সম্পূর্ণ। আমবাসা মহাকুমার বিভিন্ন জায়গায় খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। দু:স্থদের মধ্যে খাদ্য সমস্যা বিরাট আকার ধারণ করেছে। এ সময় পাশে রয়েছে আমবাসা যুব মোর্চার মন্ডল কমিটি। প্রতিদিনই দুস্থদের মধ্যে চলছে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ। চাল-ডাল সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ চলছে প্রতিদিন । এদিন আমবাসা টিআরটিসি পাড়া আম্বেদকর নগর স্কুলের সামনে দু:স্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রায় ৫০ পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার ধলাই জেলার সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য, যুব মোর্চা মন্ডল সভাপতি শ্যামল শীল সহ যুব মোর্চার অন্যান্য কার্যকর্তারা।

উদয়পুর এর যুব জাগরণ সামাজিক সংস্থা এবার এগিয়ে এলো আরক্ষা প্রশাসনের সহযোগিতায়। শনিবার যুব জাগরণ সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তারা উদয়পুর শহরের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে রাস্তায় কর্মরত পুলিশ এবং আরক্ষা কর্মীদের সামান্য জল খাবারের ব্যবস্থা করেন। তাদের হাতে সে জল খাবার তুলে দিয়ে তারা তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যুব জাগরণ সামাজিক সংস্থার সদস্যরা জানান পুলিশ, ডাক্তার এবং অন্যান্য জরুরিকালীন পরিষেবা যারা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের কারণেই রাজ্যবাসী তথা ভারতবাসী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, যুব জাগরণ সামাজিক সংস্থার সভাপতি শিশির ভৌমিক, সম্পাদক ভোলানাথ দেব সহ অন্যান্যরা। তারা আগামী দিনেও এই ভাবেই শুধু আরক্ষা দপ্তর নয়। জরুরী ভিত্তিতে এগিয়ে আসা প্রত্যেকের সহযোগিতা করবে বলে জানিয়েছেন।

সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, কুলগামে এনকাউন্টারে খতম ৪ জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ৪ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি দমন অভিযানে পুনরায় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলি বিনিময় চলাকালীন খতম হয়েছে ৪ জন সন্ত্রাসবাদীঊ তবে, দুঃসংবাদ হল-গুলির লড়াই চলাকালীন আহত হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-ফায়াজ, আদিল এবং মহম্মদ শাহিদ। অপর এক জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। প্রত্যেকের বাড়ি কুলগাম জেলার ডি এইচ পোরা এলাকায়।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ঊর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় কুলগাম জেলার মাঞ্জগাম এলাকার, হর্দমন্দ গুড়ি গ্রামে লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদীঊ গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকালে হর্দমন্দ গুড়ি গ্রামে জঙ্গি নিকেশ অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনীঊ সকাল থেকেই গোটা গ্রাম ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। হর্দমন্দ গুড়ি গ্রামে চিরুনি তল্লাশি চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই শুরু হয়।

দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই শেষে খতম হয়েছে ৪ জন সন্ত্রাসবাদী। সাময়িকের জন্য গুলির লড়াই থেমে যাওয়ার পর এনকান্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

করোনায় ভারতে ফের মৃত্যু, রাজস্থানে মৃত ৬০ বছরের বৃদ্ধা

বিকানের (রাজস্থান), ৪ এপ্রিল (হি.স.): মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে ভারতে ফের মৃত্যু। রাজস্থানের বিকানের জেলায় মৃত্যু হল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত বছর ৬০-এর একজন বৃদ্ধার। শনিবার ভোরে ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার ভোরে বিকানের জেলায় মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত বছর ৬০-এর একজন বৃদ্ধার। ওই বৃদ্ধা বিদেশ থেকে ফিরেছেন এমন কোনও প্রমাণ নেই। স্বাস্থ্য দফতর আরও জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১২ জন। ফলে মরুরাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৯১, তাঁদের মধ্যে ৪১ জন দিল্লির তবলীগী জামাতে অংশ নিয়েছিলেন।

বাগালকোটে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত বৃদ্ধ, কর্ণাটকে মৃত্যু বেড়ে ৪

বেঙ্গালুরু, ৪ এপ্রিল (হি.স.): কর্ণাটকের বাগালকোটে জেলায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন বছর ৭৫-এর একজন বৃদ্ধ। পেশায় ব্যবসায়ী ওই রোগীর বিদেশ থেকে ফেরার কোনও ভ্রমণ ইতিহাস নেই। দিল্লির তবলীগী জামাতের সঙ্গেও কোনও সম্পর্ক নেই। বাগালকোটে ডেপুটি কমিশনার কে রাজেন্দ্র জানিয়েছেন, শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত একজন বৃদ্ধের। এই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর কর্ণাটকে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বৃদ্ধের পরিবারের সদস্যের স্ক্রিনিং করা হয়েছে, কারও শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মেলেনি।

গোয়ায় করোনা-সংক্রমিত আরও একজন, আক্রান্ত বেড়ে ৭

পানাজি, ৪ এপ্রিল (হি.স.): গোয়ায় করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন আরও একজন। নতুন করে একজন সংক্রমিত হওয়ার পর গোয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭। গোয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রী বিশ্বজিৎ রানে জানিয়েছেন, সেন্ট এস্টিভামের বাসিন্দা বিদেশ থেকে দেশে ফেরা একজনের শরীরে মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ওই রোগীকে একটি বিশেষ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নতুন করে একজন আক্রান্ত হওয়ার পর গোয়ায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৭।

করোনায় মাঠে মারা চৈত্র সেল মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনার বাজারে কুপোকাত চৈত্র সেল। এবারে তার দেখা মিলবে না। স্বাভাবিকভাবেই মুড অফ বাড়ির গিন্নিদের। পাশাপাশি মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের।

বাংলায় পুজোর বাজার শুরু হওয়ার আগে এই চৈত্র মাসেই যা একটু বিক্রিবাটার মুখ দেখেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী। সারা বছর তাঁরা অপেক্ষা করেন এই সময়টার জন্য। কিন্তু এই বছর তাঁদের কপালটাই মন্দ। কেন্দ্র-রাজ্য জানিয়ে দিয়েছে লক ডাউন চলবে টানা ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত। কার্যত সেখানেই খতম চৈত্র সেলের যাবতীয় স্বপ্ন। কলকাতার হাতিবাগান, গড়িয়াহাট, কোলে মার্কেট, নিউ মার্কেট কার্যত চৈত্র মাসে গমগম করে। এ বলে আমায় দেখ তো ও বলে আমায়। কিন্তু এবারে সব গেছে থম মেরে। দোকানের ঝাঁপই যে গেছে নেমে।

বস্ত্র ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এবারের লক ডাউন কার্যত তাঁদের কোমর ভেঙে দিল। এর ধাক্কা তাঁরা কবে কাটিয়ে উঠতে পারবেন তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। তাঁদের ভয় এবার সংসার টানতে ব্যবসা ছেড়ে না অন্য কাজের সন্ধান করতে হয়। চৈত্র সেলের সময়েই বস্ত্রব্যবসায়ীরা একটু বিক্রিবাটার মুখ দেখেন। লাভও হয় কিছুটা। তা দিয়েই তাঁরা পুজোর বাজারের মাল তোলেন দোকানে। এবারে কী হবে সেটাই জানেন না তাঁরা। সব থেকে খারাপ অবস্থা হকারদের। চৈত্র সেলের হাত ধরেই কার্যত তাঁদের ব্যবসায় জোয়ার আসে। এবার যা ভাটার স্রোত তাতে ব্যবসাই না বন্ধ হয়ে যায় তাঁদের।

জামুড়িয়ায় কোয়ারান্টাইনে রাখা হয়েছে বাইরে থেকে আসা ৩১ জন ফেরিওয়ালাকে

জামুড়িয়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : লকডাউনের জেরে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্য জেলা থেকে আসানসোলের জামুড়িয়ায় ফিরে আসেন ৩১ জন ফেরিওয়ালা। এরপর বাইরে থেকে আসা ৩১ জন ফেরিওয়ালাকে জামুরিয়া পড়াশিয়া স্কুলে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারান্টাইনে রাখল জামুরিয়া থানার পুলিশ এদের মধ্যে রয়েছে ৭ জন মহিলা , ১৫ জন শিশু ও বাকিরা পুরুষ। এদের জন্য খাবার থেকে শুরু করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।পাশাপাশি এরা যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা না করতে পারে তার জন্য স্কুলের গেটে তালাবন্ধ করেছে পুলিশ। প্রত্যেক দিনই চলছে স্বাস্থ্যপরীক্ষা।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে মোমবাতি বিলি হিন্দু মহাসভার

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশবাসীকে একাত্ম করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার রাতে বৈদুতিক আলো বন্ধ করে প্রদীপ, মোমবাতি জ্বালানোর যে আহ্বান করেছেন তা সফল করতে বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে জনসাধারণকে মোমবাতি তুলে দেওয়া হয়। শনিবার সকালে হিন্দু মহাসভার কর্মীরা চকবাজার থেকে মাচানতলা, মিনি মার্কেট প্রভৃতি এলাকায় পথচলতি মানুষ, দোকানদারদের হাতে মোমবাতি তুলে দিয়ে রবিবার রাত ৯টায় প্রতিটি বাড়িতে জ্বালানোর আহ্বান জানান।

জেলা হিন্দু মহাসভার সংগঠন সম্পাদক দুর্গা লৌহ ও সহকারী সম্পাদক হরসুন্দর দত্ত বলেন ভারত তথা সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সারা ভারতবাসী সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। জনতা কার্ফু, লকডাউনের পর বৈদুতিক আলোর পরিবর্তে মোমবাতি, প্রদীপ জ্বালিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর একাত্মতা প্রকাশ করা হবে।এই কর্মসূচিকে সফল করতে সকলের কাছে মোমবাতি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।পথচলতি মানুষের হাতে তুলে দেওয়ার পর প্রতিটি এলাকায় হিন্দু মহাসভার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোমবাতি পৌছে দেবেন।লকডাউন উপেক্ষা করে যাতে মানুষকে বাইরে বের হতে না হয় সে জন্যই হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তারা জানান।

করোনাভাইরাস দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে ১৭৭, সংক্রমিত ১০,১৫৭

সিওল, ৪ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণে প্রাণ হারালেন ৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৪ জন। আরও ৩ জনের মৃত্যুর পর দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃতের সংখ্যা ১৭৭-তে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ১৫৬।

শনিবার সকালে কোরিয়া সেন্টার ফর ডিজিস কন্টোল এন্ড প্রিভেনসন-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৪ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৯৪ জন। এর ফলে গোটা দেশে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০,১৫৬ জন। প্রাণ হারিয়েছেন আরও ৩ জন, মৃতের সংখ্যা ১৭৭-এ পৌঁছেছে।

কোভিড-১৯ : চিনে মারণ ভাইরাসে মৃত্যু বেড়ে ৩,৩২৬ সংক্রমিত ৮১,৬৩৯

বেজিং, ৪ এপ্রিল (হি.স.): পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে চিন। যদিও, কখনও মৃত্যু ও সংক্রমণ বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। করোনার প্রকোপে চিনে এখনও পর্যন্ত ৩ হাজার ৩২২৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সংক্রমিত ৮১,৬৩৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, কোভিড-১৯ ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল হুবেই প্রদেশেই নতুন করে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেইসঙ্গে বিদেশফেরত ১৮ জনের শরীরে (নতুন করে সংক্রমিত ১৯ জন) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাস ধরা পড়েছে।শনিবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং সংক্রমিত হয়েছেন ১৯ জন। সবমিলিয়ে চিনে এখনও পর্যন্ত করোনা-সংক্রমণে মৃতের সংখ্যা ৩, ৩২৬-তে গিয়ে ঠেকেছে। সমগ্র চিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮১,৬৩৯। কোভিড-১৯ ভাইরাসে পৃথিবীব্যাপী মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চিন। শনিবার চিনের সর্বত্র রাষ্ট্রীয় শোকপালন করা হয়। সকাল দশটা নাগাদ চিনে ৩ মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হয়। পতাকা অর্ধনমিত ছিল এবং সমস্ত ধরনের অনুষ্ঠান এদিনের জন্য বাতিল করা হয়।

মৃত্যু-সংক্রমণ থামছেই না, সমগ্র বিশ্বে মৃত্যু বেড়ে ৫৯ হাজার

ওয়াশিংটন, ৪ এপ্রিল (হি.স.): কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না করোনাভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যায়। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। করোনা-তাণ্ডবে এই মুহূর্তে ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব, পৃথিবীব্যাপী হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু। কোভিড-১৯, মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ৫৯ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ১,০৯৭,০০০ জন।

৪ এপ্রিল সকাল পর্যন্ত, জোন্স হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৯৭,০০০ জন। মৃতের সংখ্যা ৫৯,০০০ জন। করোনাভাইরাসের প্রকোপে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক আমেরিকা ও ইতালিতে। মৃত্যু বাড়ছে স্পেন, ভারত, জার্মানি, ফ্রান্সেও। মৃত্যু-নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৪৮০ জনের। হু হু করে মৃত্যু বাড়ছে ইতালিতেও।

ঝাড়খণ্ডে এনকাউন্টার : খতম ৩ জন মাওবাদী

চাইবাসা, ৪ এপ্রিল (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের মাওবাদী অধ্যুষিত পশ্চিম সিংভূম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হল ৩ জন মাওবাদী। নিহত মাওবাদীরা নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল। পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ মাহাত জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় পশ্চিম সিংভূম জেলার চিরুনগ্রেড়া গ্রামের কাছে জঙ্গলে জড়ো হয়েছে নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠনের সক্রিয় সদস্যরা।গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার জঙ্গলে অভিযান চালায় সিআরপিএফ এবং জেলা পুলিশের যৌথ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন মাওবাদীরা প্রথমে গুলি চালায়, জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে শুরু হয় গুলির লড়াই। অভিযানে খতম হয়েছে ৩ জন মাওবাদী।

শনিবার আগরতলায় পুর নিগমের আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র প্রফুল্ল জিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।